ভবভূতি

হইতে) যার যার জ্ঞানামৃত মন্থন করিয়া তাহার গুণে ধীর নম্র শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হয়; এই বয়সে মনুষ্য বিবেক এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়।

মনুষ্যের বয়সের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গতি ধাপে ধাপে যেরূপ নীচু হইতে উঁচু দিকে ফিরিয়া যাইতে থাকে, তাহারই আমি একটি আনুপূর্ব্বিক চুম্বক দৃশ্য যত অল্প কথায় পারি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগকে আমি বড় ডরাই বিশেষতঃ এ দেশের এবং এ কালের নৈয়ায়িকদিগকে আমি বাঘের মত ডরাই! এক জন নৈয়ায়িক ঘানির ঘূর্ণনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোরুর গলায় ঘণ্টা কেন? কলুর মুখে যখন শুনিলেন যে, [illegible]টার শব্দে জানিতে পারা যায় গোরু চলিতেছে, তখন সে কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না[illegible] তিনি তাঁহার কুশাগ্রীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি-পরিচালনা করিয়া বলিলেন যে, "গোরু যদি দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে!" সমালোচক তেমনি আমাকে কি বলিবেন, আমি তাহা জানি; [illegible]ণ বিজ্ঞতা সহকারে বলিবেন যে, "তুমি বলিতেছ মনুষ্য তৃতীয় বয়সে অশি[illegible] হয়, চতুর্থ বয়সে অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়; কিন্তু যদি সে আন্দামান উপদ্বীপ[illegible] গ্রহণ করে! ইহার তুমি কি উত্তর দেও" ইহার উত্তর আমি এই দি[illegible], "আমার ঘাট হইয়াছে!" মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা! আন্দামানীর তৃতীয় বয়স হইলে, তবে তো সে তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হইবে! তাহা তাহার ভাগ্যে [illegible] কই! আন্দামানী চিরজীবনই প্রথম বয়সের পঁইটাতে হামাগুড়ি দ্যায়—চিরকালই সে শিশু থাকে। কাজেই আন্দামানী অশিক্ষিত কবি পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। সুশিক্ষিত সভ্য লোকেরা সহস্র সাধ্য সাধনা করিয়াও, যাহা দেখিতে পান না, আন্দামানীর ন্যায় অশিক্ষিত কবিরা তাহা বিনা চেষ্টায় দেখিতে পায়; অরণ্যের আড়ালে আবডালে ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ বনদেবতা প্রভৃতি কত কি যে কল্পনাচক্ষে দেখিতে পায়, তাহার ওর নাই।

মনুষ্য যদি সুশিক্ষিত কবি হইতে ইচ্ছা করে তবে রীতিমত কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞ হইতে হইলে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হইতে হইলে, দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন—তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বঙ্গভাষার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে সুশিক্ষা-পথের ঐ চারিটি সোপান-পংক্তি কাটিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এ বৃত্তান্তটি আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ের খুবই একটি শুভ চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা-বিতরণ করা এক প্রকার তেলা মাথায় তেল দেওয়া—সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য তাহা নহে। সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্চে অশিক্ষিত মহলে সুশিক্ষার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করা;—যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞানানুশীলন করিয়াই যাহাতে কালোচিত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ধীরে ধীরে তাহার পথ প্রস্তুত করা।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষার পথের কণ্টক তিন শ্রেণীর ব্যক্তি—

সুশিক্ষার পথের আলোক-স্তম্ভ এক শ্রেণীর ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্চেন, প্রথম—না পড়িয়া পণ্ডিত!

দ্বিতীয়—বই মুখস্থ করিয়া পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ!

তৃতীয়—ইংরাজী বিদ্যার অসারাংশ লেহন করিয়া, তমোতে আপাদমস্তক পরিপুরিত, স্ফীত, উদ্ধত, দিশাহারা কাণ্ডজ্ঞান রহিত কি যেন কি!

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সুশিক্ষা পথের কণ্টক। পক্ষান্তরে,

দেশোচিত সংস্কৃত বিদ্যা এবং কালোচিত ইংরাজী বিদ্যার মর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, দুয়েরই যাঁহারা সারাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন; এবং অসারাংশ পরিবর্জ্জন করিয়াছেন;

দেশ এবং কাল দুয়েরই যাঁহারা কষ্টিনিহিত ধাতুঃপরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উভয়ের ভেদ অবগত হইয়াছেন।

যাহাদের নাড়ী-জ্ঞান আছে;

যাঁহারা কাহাকে কি বলে, কাহাকে কি বলে না, তাহা বিধিমতে বিচার করিয়া ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন;

কাহাকে সভ্যতা বলে, কাহাকে সভ্যতা বলে না; কাহাকে Patriotism বলে কাহাকে Patriotism বলে না; কাহাকে স্বাধীনতা বলে, কাহাকে স্বাধীনতা বলে না; তাহা এবং তাহার ভিতরকার সার পদার্থ সমস্তই যাঁহাদের ভাল করিয়া জানা হইয়াছে।

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, কাহারো কোনো তক্কা রাখিনা ভাব এবং হাম্বড়া ভাব স্বাধীনতা নহে, তাহা তমোগুণের অধীনতা;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, গৃহে হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের অধীনতা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপালক প্রভুর অধীনতা এবং রণক্ষেত্রে সেনাপতির অধীনতা পরাধীনতা নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভদ্রসমাজোচিতনম্র ব্যবহার কাপুরুষত্বের লক্ষণ নহে; আর ঔদ্ধত্যপ্রকাশ, Sprit ফলানো এবং মৌখিক গর্ব্ব-আস্ফালন বীরত্বের লক্ষণ নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, শিখেরা জজমাজিষ্টরকে সেলাম করে বলিয়া তাহারা কাপুরুষ নহে; আর বাঙ্গালীরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করে না বলিয়া, তাহারা মস্ত বীর পুরুষ নহে;

মোট কথা এই যে, যাঁহারা এ দেশ এবং এ কাল, ভারতবর্ষ এবং উনবিংশশতাব্দী দুয়েরই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, এবং প্রাজ্ঞতা; এই চারিটি অমূল্য রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছেন;—কাব্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; পুরাবৃত্ত মন্থন করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; বিজ্ঞানশাস্ত্র মন্থন করিয়া বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন;

তাঁহাদের শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বঙ্গের সুশিক্ষা-পথের আলোকস্তম্ভ। শেষোক্ত শ্রেণীর সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের উপরেই সাহিত্যপরিষদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

অতঃপর আসিতেছে, সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা। পত্রিকা-খানি সাহিত্য-সেবক-দিগের বাণিজ্যতরী। তাহা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির গুরুভার বহন করিয়া বন্দরে বন্দরে যাতায়াত করিতেছে, মন্দ না! তাহা যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিতে থাকিলে, তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এ আমাদের বলবতী আশা ফলবতী না হইবার কোন কারণ নাই! বিশেষতঃ যখন নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় অমন এক জন উদ্যমশীল সদাশয় এবং সুদক্ষ নাবিক তাহার হাল ধরিয়া রহিয়াছে! নগেন্দ্র বাবুই তাঁহার স্থানের ঠিক্ উপযুক্ত—ইংরাজীতে যাহাকে বলে, The right man in the right place.

আপনাদের সুগোচরার্থে মোট কথা যাহা আমার বক্তব্য, তাহা এই যে, এ দুই বৎসর সাহিত্যপরিষৎ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত ইংরাজী-সংস্কৃতজ্ঞ ভদ্র বিনীত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের জোট-পাট সংঘটন করাইয়া, কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে ভাল হয়, তাহা আমার যতদূর সাধ্য আমি সংক্ষেপে বলিয়া চুকিয়াছি; আপনাদের বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করিবেন।

এইখানে আমি আজ একটি আনন্দ জনক বিষয়ের প্রজ্ঞাপন করিয়া, মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে পারিতাম; যে হেতু ইহারই মধ্যে পরিষদ গোটা চার পাঁচ আয়াসসাধ্য অনুসন্ধান-কার্য্য যেরূপ বিচক্ষণতা এবং নিপুণতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাহা অনতিবিলম্বে গুণগ্রাহী সাধারণের নিকট যথোচিত আদরভাজন হইবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দু-মাত্রও সংশয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজ মধুরেণ সমাপয়েৎ করিবার এমন সুযোগ পাইয়াও, এ যাত্রায় তাহা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতেছি; কেন না আমিও শ্রান্ত হইয়াছি—আপনারাও শ্রান্ত হইয়াছেন। অ বলিয়া আপনারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সময় এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টভাগেই হউক, আর পৃথক্ কার্য্যবিবরণী-তেই হউক, ঐ অভিনন্দনীয় বার্ত্তাগুলির যথাবিহিত পর্য্যালোচনার ত্রুটি হইবে না।

অতঃপর, এ দুই বৎসর আপনারা আমাকে সভাপতির গৌরবান্বিত আসনে অধিরূঢ় করাইয়া, যেরূপ সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমার কার্য্যের অসমীচীনতা যেরূপ সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ করিয়া পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, এখনো যদি আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অবসর প্রদান করিতে সম্মত হন, তবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলুন, তাহা হইলে, আমি আগমিষ্যৎ যোগ্যতর সভাপতির যথাবিহিত সৎকারের জন্য, স্থান খালি করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে সভাপতির আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াই।

ভবভূতি।

ভবভূতির কাব্য-প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া অশোক কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালে যে ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে ও সিংহল, যাভা প্রভৃতি দ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে ধর্ম্মের জ্যোতিঃকণা বিস্ফুরিত হইয়া, সুদূর বিস্তীর্ণ চীনসাম্রাজ্যকে আলোকিত করিয়াছিল, খৃষ্টের ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে যে ধর্ম্মের নেতৃগণ কঠোর প্রচারকব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক সুবিজ্ঞ প্রস্পারো যেরূপ অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধপশু ক্যালিব্যান্‌কে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন*, সেইরূপ অসভ্য জাপানবাসী, অশিক্ষিত শ্যামবাসী ও পশুপ্রায় তিব্বতবাসিগণের নিকট "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহামত ও দুরূহ নির্ব্বাণতত্ত্বের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সাইবিরিয়ার সামানিজ্‌ম্ যে ধর্ম্মের বিকৃতিমাত্র, মহানুভব যীশুখ্রীষ্টও যে ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম নিখিল ভূমণ্ডলে নির্ব্বিবাদে ভারতের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল এবং যাহার প্রভাবে বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ তীর্থক্ষেত্রবিবেচনায় ভারতভূমি সন্দর্শন করিতে আসিতেন, সেই প্রশান্ত বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় ও বিলয় কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয় নহে। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ৭০০ সাতশত বৎসরের মধ্যে উদ্যোতকর, কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, রামানুজ ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ এবং ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ জন্মলাভ করিয়া কিরূপ চেষ্টায় বৌদ্ধমত-প্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, এবং মহম্মদ-প্রচারিত ইসলাম্ ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মূলনে পরোক্ষভাবে কোন সহায়তা করিয়াছিল কি না ইত্যাদি বিষয়ও এ স্থলে আলোচিত হইবে না। যে সকল মহাত্মা বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সাধন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অন্যতম মহাকবি ভবভূতির কাব্যের কিঞ্চিৎ সমালোচনাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভগবান্ পক্ষিলস্বামী ন্যায়সূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের তর্কজাল দ্বারা উহা সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, উহার উদ্ধারের নিমিত্ত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিক রচনা করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে সুবিখ্যাত বৈদিকপণ্ডিত কুমারিলভট্ট বৌদ্ধদিগকে দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করেন এবং বিভিন্ন বৈদিক বাক্যের সমন্বয়সাধন করিয়া, মীমাংসা-বার্ত্তিক বিরচন করেন; অষ্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের

---

* Shakespeare's Tempest.

অন্তর্গত মলবর প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া, প্রধানতঃ শ্রুতি বা উপনিষদের প্রামাণ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন ও বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা বিচার-শক্তি ও অধ্যবসায়শীলতায় পরাস্ত হইয়া বৌদ্ধগণ দেশত্যাগ বা স্বীয় মত পরিহার করিতে বাধ্য হন। * খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র জন্মগ্রহণ করিয়া বেদের সম্যক্ আলোচনা, বিবিধ দর্শনগ্রন্থ প্রকাশ ও বৌদ্ধমতের অসারতা প্রতিপাদন করেন। ১২শ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য মিথিলা প্রদেশে † আবির্ভূত হইয়া কিরূপ অবিশ্রান্ত যত্নে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করেন ‡ এবং বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সময়ে মহাত্মা রামানুজ স্বামী বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে বৈষ্ণব মত প্রচারিত করেন এবং ১৪শ শতাব্দীতে সায়নাচার্য্য বেদের টীকা বিরচন করিয়া, বিলুপ্তপ্রায় বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার যে সুবিধা করিয়া দেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। নৈষধচরিতপ্রণেতা শ্রীহর্ষ কলির মুখে বৌদ্ধমত ব্যক্ত করিয়া, তাহার খণ্ডন ও বৈদিকমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন, এবং দার্শনিক মতসমূহের মধ্যে অদ্বৈতবাদের জয়ঘোষণা করেন। আমাদের আলোচ্য কবি ভবভূতি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে তাঁহার সবিশেষ মৌলিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎসমরে প্রবৃত্ত হন নাই এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপেরও স্তুতিবাদ করেন নাই। তিনি প্রাচীন ও পবিত্র বৈদিক সমাজের একখানি আদর্শচিত্র ও তাঁহার সমসাময়িক অধঃপতিত হিন্দুসমাজের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত

* একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে একটী প্রকাণ্ড লৌহ-কটাহ সঙ্গে করিয়া লইতেন। তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কালে ঐ কটাহ তৈলপূর্ণ করিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নির উপর সংস্থাপন করিতেন এবং বিপক্ষদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইতেন যে, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে ঐ উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। একদা শঙ্কর মহাচীন (তিব্বত) প্রদেশে গমন করিয়া, তত্রত্য তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দগিরি তাঁহাকে বলিলেন;—"প্রভো, আর বিচারের প্রয়োজন নাই এবং এতদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে গমন করাও আমাদের কর্ত্তব্য নহে। জগতের সীমা নাই, ইহার কোথায় কোন্ অসীম প্রতিভাশালী পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন, তাহা কে বলিতে পারে?" আনন্দগিরির প্রার্থনানুসারে শঙ্কর ঐ কটাহটি ভ্রমণের সীমাস্বরূপ তিব্বতে রাখিয়া আসিলেন। তিব্বতের ঐ স্থানটি অদ্যাপি শঙ্করকটাহ নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল ও তিব্বতে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তদনুসারে অবগত হওয়া যায়, শঙ্কর তিব্বতের লামার নিকট পরাজিত হন। কেহ কেহ বলেন, নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তপ্ত কটাহে নিমগ্ন হইয়া, শঙ্কর দেহত্যাগ করেন, অন্যেরা বলেন, লামার তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এবিষয়ে বিস্তৃত বৃত্তান্ত আমরা "Buddhism in India" নামক প্রবন্ধে (Journal of the Buddhist Text Society, vol. IV, parts III, IV.) দ্রষ্টব্য।

† কেহ কেহ বলেন, উদয়ন বঙ্গদেশে বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাদুড়ীবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

তুরিয়া সামাজিকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। আর্য্যমিশ্রগণ উভয় সমাজের অবস্থা তুলিত করিয়া কিংকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিবেন।

ভবভূতির সমসাময়িক বৌদ্ধসমাজের অবস্থা:

অভিনিবেশসহকারে মালতীমাধব প্রকরণ পাঠ করিলে, ভবভূতির সমসাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধ-সমাজের তখন ভগ্নাবস্থা। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রব্রজ্যার যে সকল কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কামন্দকীর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে তাহার কোনই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কামন্দকী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, * প্রাণব্যয় করিয়াও মালতীর সহ মাধবের বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবেন এবং নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কামন্দকীর নীতিকামন্দকের নীতি † অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়। কিন্তু স্বয়ং বিবাহসূত্রে বদ্ধ হওয়া অথবা অপরকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করান—উভয়ই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার পক্ষে নিষিদ্ধ। বিবাহকে সংস্কারের বন্ধনগ্রন্থি মনে করিয়া কামন্দকী পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হন নাই, পরন্তু পরিব্রাজিকার ব্রত

---

‡ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "ঈশ্বর আছেন কি না" এই বিষয় লইয়া একদা বৌদ্ধগণের সহ উদয়নের তর্ক উপস্থিত হয়। উদয়ন নানা যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হওয়ায়, তিনি একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৌদ্ধকে আহ্বান করিয়া, কোন একটী পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন। তথায় পরস্পর কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তিনি সহসা ঐ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধটিকে পর্ব্বতশিখর হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভূতলে পতনকালে ব্রাহ্মণ ছাত্রটি বলিল, "ঈশ্বরোঽস্তি" এবং বৌদ্ধটি বলিল "ঈশ্বরো নাস্তি"। পরে দেখা গেল, ব্রাহ্মণছাত্রটি ভূতলে পতিত হইয়া জীবিত আছে, কিন্তু বৌদ্ধছাত্রটির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। তখন উদয়ন বলিলেন, তোমরা দেখ ঈশ্বর আছেন কি না? তদনন্তর কেহ কেহ উদয়নকে বলিল, "আপনি একজন বৌদ্ধের বধসাধন করিয়া, মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছেন; অতএব উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিয়া, পাপক্ষালন করুন"। তদনন্তর তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শয়ান থাকিলেন; কিন্তু জগন্নাথ তাঁহার সমীপে দর্শন দিলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে উদয়ন স্বপ্ন দেখিলেন, জগন্নাথ তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি পাপী, অতএব বারাণসী-ক্ষেত্রে গমন করিয়া, তুষানল সম্পাদন কর; তাহা হইলে, তোমার পাপক্ষয় হইবে ও তুমি জগন্নাথের দর্শন পাইবে।" উদয়ন সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া, বারাণসীতে ধাবমান হইলেন এবং তথায় তুষানলে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

ঐশ্বর্য্যমদমত্তঃ সন্ মামবজ্ঞায় বর্ত্তসে।

পুনরে বৌদ্ধ সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ॥

ঐশ্বর্য্যের মদে মত্ত হইয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে। কিন্তু বৌদ্ধগণ যখন পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবে, তখন তোমার অস্তিত্ব আমার অধীন হইবে।

* কাম। তৎ সুকৃতিণা সুহৃদ্মনায় মহঃ প্রাণব্যয়েনাপি ময়া বিধেয়ঃ। (সাক ৪)।

† মক। সর্ব্বস্থিতে অপি নাম দুষ্করকিতাসংক্রান্তা ভগবতীনীতিঃ বিদ্বেষ্যতে। (সাক। ৭)।

অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই আবার মালতী ও মাধবের পরস্পর বিবাহ সংঘটিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতায় লিখিয়াছেন,—

বাষ্পস্যাদ্যা সততপতনে হোমধূমৈঃ প্রবৃত্তিঃ
সত্যগ্রন্থির্ব্ব্যসনসরণৌ তুল্যহস্তার্পণেন।
সংসারাজ্ঞাসময়চলনে বন্ধনং মাল্যদাম্না
মোহারোহোপহতমনসাং হর্ষহেতুর্ব্বিবাহঃ ॥

(অবদানকল্পলতা, ৩২।৯)।

বিবাহের পর নিরন্তরই যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে. বিবাহের সময়ে হোমধূমবশতঃ নেত্রদ্বয় হইতে পতিত অশ্রুই তাহার প্রথম চিহ্ন। বিবাহকালে বর ও কন্যার পরস্পর হস্তধারণ দ্বারাই বুঝিতে হইবে, উহাঁরা সংসারে ব্যসনমার্গের অনুধাবন করিবেন বলিয়া শপথ করিলেন। অসার পার্থিব রীতি নীতি হইতে বিচলিত না হন এই জন্য বিবাহ-কালে বর ও বধূকে পুষ্পমালা দ্বারা বদ্ধ করা হইয়া থাকে, অতএব যাঁহাদের চিত্ত, ঘোর মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহাদেরই পক্ষে বিবাহ হর্ষের হেতু।

কিন্তু কামন্দকীর এই ব্যবহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত ভবভূতি স্বয়ং নিম্নলিখিত হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন,—

মক।　দয়া বা স্নেহো বা ভগবতি নিজেঽস্মিন্ শিশুজনে
ভবত্যাঃ সংসারাদ্বিরতমপি চিত্তং দ্রবয়তি।
অতশ্চ প্রব্রজ্যাসময়সুলভাচারবিমুখঃ
প্রসক্তস্তে যত্নঃ প্রভবতি পুনর্দ্দৈবমপরম্ ॥

(মাল।৪)

হে ভগবতি এই শিশু মালতীর প্রতি দয়া অথবা স্নেহ আপনার সংসার হইতে বিরত-চিত্তকেও দ্রবীভূত করিয়াছে, এই হেতু আপনি প্রব্রজ্যাশ্রমকর্ত্তব্য আচারসমূহের প্রতি বিমুখ হইয়া মালতীর বিবাহসংঘটনে অবিশ্রান্ত যত্ন করিতেছেন।

কামন্দকীর কার্য্যাবলীর প্রতি অনুধ্যান করিলে বোধ হয়, এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল এবং বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন। মালতী-মাধবের তৃতীয় অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, কামন্দকী মালতীর সৌভাগ্যবৃদ্ধির আশয়ে তাঁহাকে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে * শিবের আরাধনার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে পাঠাইয়া-ছেন। বস্তুতঃ এই সময় হইতে বৌদ্ধগণ শৈবধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন কি বুদ্ধমার্গের

---

* অব। অজ্জকসণ চউদ্দসীত্তি তৎথ ভঅবদীএ সমং মালদী সঙ্করঘরং গমিস্সদি তদো কিল এক্বং সোহগ্গং বঠ্ঠদিত্তি দেবদারাহণনিমিত্তং সহৎথ কুসুমাবচঅং উদ্দিসিঅ লবঙ্গিআ দুদীআং মালদীং অবদী জেব্ব কুসুমা অরুজ্জাণং আণইস্সদি। (মাল।৩)

অনুধাবন করিবেন,—কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। গৌড়দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তিশতকগ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধকে নমস্কার করিবেন কি শিবকে নমস্কার করিবেন,—কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন ;—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচঃ
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্য হেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবাঽসি ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্মহে ॥

(ভক্তিশতক)।

যাঁহার জ্ঞান কোন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, যাঁহার বাক্য নির্দ্দোষ, যাঁহাতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, যাঁহার অসাধারণ কৃপা হেতুনিরপেক্ষ হইয়া অনন্ত জীবের প্রতি সুখপ্রদানের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি বুদ্ধই হউন অথবা শিবই হউন, তিনিই ভগবান্। তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।

মালতীমাধব প্রকরণে আভাস পাওয়া যায়, ভবভূতির সময়ে বৌদ্ধগণ প্রাচীন হিন্দু সংহিতা ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কে কামন্দকী বলিতেছেন ;—

ইতরেতরানুরাগো হি দারকর্ম্মণি পরার্ধ্যং মঙ্গলং। গীতশ্চায়মর্থো হঙ্গিরসা, যস্যাং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিরিতি।

(মাল। ২)

বিবাহকার্য্যে পরস্পরের অনুরাগই বিশেষ শ্রেয়ঃ, ঋষি অঙ্গিরাও বলিয়াছেন, যে নারী বাক্, মনঃ ও চক্ষুর দ্বারা বরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই পরম-সৌভাগ্যবতী।

এই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধপরিব্রাজিকা কামন্দকী নিজের বাক্যের প্রমাণ-সংস্থাপনের নিমিত্ত মহর্ষি অঙ্গিরার ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভবভূতির সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরস্পর কোন বৈরভাব ছিল না। পদ্মা-বতীনগরীর রাজমন্ত্রী ভূরিবসু ও বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কামন্দকী, সৌদামিনী প্রভৃতি বৌদ্ধমহিলাগণের সহ একত্র এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কামন্দকী লবঙ্গিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

অয়ি কিং ন বেৎসি যদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্তবাসিনাং সাহচর্য্যমাসীৎ। তদৈব চ অস্মৎসৌদামিনী সমক্ষম্ অনয়োর্ভূরিবসুদেবরাতয়োর্বৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞা অবশ্যমাবাভ্যাম্ অপত্যসম্বন্ধঃ কর্ত্তব্য ইতি।

(মাল। ১)।

সখি লবঙ্গিকে! তুমি কি জান না, একত্র বিদ্যাপরিগ্রহকালে নানাদিগন্তবাসিজনগণের সহিত আমাদের সাহচর্য্য হয়। সেই সময়ে আমাদের সৌদামিনীর সমক্ষে ভূরিবসু ও

দেবরাত প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহারা একের কন্যার সহিত অপরের পুত্রের পরিণয়-সম্পাদন করিবেন।

ইদানীং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে যে নির্ব্বাণতত্ত্ব লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, অধ্যাপক মোক্ষমূলর, বর্ণূফ, চাইল্ডার্স, আলউইস্, হজ্‌সন্, রিজ্‌ডেভিড্‌স্, ওল্ডেনবার্গ, মনিয়র্ উইলিয়াম্‌স্, পাউসিন্, প্ল্যাগিন্টউইট্, পল্‌কেরস্ প্রমুখ গবেষকগণ যে তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অনুক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন, (বিগত ১৮৭৪ খৃঃঅব্দে ইউরোপে International Congress of the Orientalists নামক মহাসভায় রেভারেণ্ড বীল্ চীনপ্রদেশ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ আনীত হইয়া ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে, উহা তন্ন তন্ন বিচার করিয়াও যে তত্ত্বের নিগূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই, সেই দুরূহ নির্ব্বাণতত্ত্বের যথার্থ মর্ম্মার্থ কি, এই বিষয় লইয়া ভবভূতির সময়েও বোধ হয়, সবিশেষ আলোচনা চলিতেছিল। মালতীমাধবের ষষ্ঠ অঙ্কে মালতী বলিতেছেন :—

কেণ উণ উবাএণ সম্পদং মরণনিব্বানস্‌স অন্তরং সম্ভাবইস্‌সং।

(মাল। ৬)।

কি উপায়ে সম্প্রতি মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্য অবগত হইব।

অনভীপ্সিত নন্দনের সহিত বিবাহ হইবার আয়োজন হইতেছে দেখিয়া, অবশ্য মালতী মরণকেই নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে বিচার করিলে মরণ ও নির্ব্বাণের ঘোর বৈষম্য অনুভূত হইবে। এ স্থলে নির্ব্বাণের দার্শনিক ব্যাখ্যার অবতারণা না করিয়া এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, পুনর্জ্জন্মরহিত মরণই নির্ব্বাণ, অথবা যে অবস্থার অধিগম দ্বারা মরণের হস্ত হইতে চিরউদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই নির্ব্বাণ।

সৌদামিনীর চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময়ে কেহ কেহ বৌদ্ধসম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অঘোরী-শৈব বা হিন্দুতান্ত্রিক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছিলেন। কামন্দকীর অন্তেবাসিনী সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, পরে অঘোরঘণ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ, অভিযোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সৌদামিনী যে তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বৌদ্ধগণের কোন প্রকার বিদ্বেষ ছিল না। মালতীমাধব প্রকরণের দশম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, কামন্দকী প্রণতশিষ্যা সৌদামিনীকে বলিতেছেন ;—

বন্দ্যা ত্বমেব জগতঃ স্পৃহণীয়সিদ্ধিঃ
এবংবিধৈর্বিলসিতৈবতির্বোধিসত্ত্বৈঃ।
যস্যাঃ পুরা পরিচয়প্রতিবদ্ধবীজ-
মুদ্ভূতভূরিফলশালি বিজৃম্ভিতং তে॥

(মাল। ১০)।

ভদ্রে তুমি যে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা সাতিশয়স্পৃহণীয় ও যোগিসঙ্ঘ-গণের দুর্লভ। সে হেতু তুমি যোগিসঙ্ঘগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক নানাবিধ বিভূতি প্রাপ্ত হইয়াছ ; অতএব তুমিই জগতে বরণীয়া।

তান্ত্রিক সমাজ।

ভবভূতির সমসাময়িক তান্ত্রিক সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়। অঘোরঘণ্ট, কপাল-কুণ্ডলা ও সৌদামিনীর চরিত্রে এই সমাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হই-য়াছে। রাত্রিবিহারী, অরণ্যবাসী ও মুণ্ডধারী অঘোরঘণ্ট পদ্মাবতী নগরীর মহাশ্মশান প্রদেশে অবস্থিত করালানামক চামুণ্ডার মন্দিরে প্রধান গুরুর কার্য্য করেন। তাঁহার অন্তেবাসিনী মহাপ্রভাবা কপালকুণ্ডলা শ্রীপর্ব্বতে বাস করেন, এবং মধ্যে মধ্যে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চামুণ্ডার মন্দিরে আগমন করিয়া থাকেন। এক-দিন তীব্রোজ্জ্বলবেশা কপালকুণ্ডলা আকাশযানে আগমন পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

কপা। ষড়ধিকদশনাড়ীচক্রমধ্যস্থিতাত্মা
হৃদি বিনিহিতরূপঃ সিদ্ধিদস্তদ্বিদাং যঃ।
অবিচলিতমনোভিঃ সাধকৈর্ম্মৃগ্যমাণঃ
স জয়তি পরিণদ্ধঃ শক্তিভিঃ শক্তিনাথঃ ॥

ইয়মহমিদানীং

নিত্যং ষড়ঙ্গচক্রনিহিতং হৃৎপদ্মমধ্যোদিতং
পশ্যন্তী শিবরূপিণং লয়বশাদাত্মানমভ্যাগতা।
নাড়ীনামুদয়ক্রমেণ জগতঃ পঞ্চামৃতাকর্ষণাদ্
অপ্রাপ্তোৎপতনশ্রমা বিঘটয়ন্ত্যগ্রে নভোঽম্ভোমুচঃ ॥

অপিচ

উল্লোলখলিতকপালকণ্ঠমালা
সংঘট্টক্বণিতকরালকিঙ্কিণীকঃ।
পর্য্যাপ্তং ময়ি রমণীয়ডামরত্বং
সন্ধত্তে গগনতলপ্রয়াণবেগঃ ॥

(মাল। ৫)

সাধকগণ অবিচলিত অন্তঃকরণে যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং জ্ঞানিগণ যাঁহার রূপ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করেন, ষোড়শনাড়ীচক্রের মধ্যে অবস্থিত ও শক্তি সমূহ দ্বারা পরিবৃত সেই শক্তিনাথের * জয় হউক। আমি লয়যোগ দ্বারা ষড়ঙ্গচক্রে

---

* সৌদামিনী শ্রীপর্ব্বত হইতে পদ্মাবতী নগরীতে আগমনপূর্ব্বক মধুমতী তীরস্থিত স্বর্ণবিন্দুনামধেয় শিবকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতেছেন :—

জয় দেব ভুবনভাবন জয় ভগবন্নখিলবরদনিধে।
জয় রচিতশেখর [illegible]

নিহিত ও হৃৎপদ্মমধ্যে উদিত শিবরূপী আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে নভোমণ্ডলস্থিত মেঘসমূহকে খণ্ডিত করিয়া এ স্থলে আগমন করিয়াছি। ইড়া পিঙ্গলাদি নাড়ীসমূহকে বায়ু দ্বারা পূরণ করিয়া পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আকর্ষণ করিয়াছি, এই হেতু আমার আকাশপথে আগমনজনিত ক্লেশ অনুভব হয় নাই। গগনতলে প্রবলবেগে আগমন করায় আমার কণ্ঠস্থিত নরকপালমালা চঞ্চল ও স্খলিত হইয়াছে, এবং স্খলনকালে কপাল-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমার পক্ষে রমণীয় ডামরের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

মালতীমাধবের পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত আছে, চামুণ্ডার সমীপে বলিদান করিবার নিমিত্ত মন্দিরস্বামী অঘোরঘণ্ট ও তাঁহার শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে বধ্যলক্ষণে চিহ্নিত করিয়াছেন। বিবিধজীবোপহারপ্রিয়া চামুণ্ডার পূজার জন্য শত শত প্রাণীর বধ করা হইত, মালতীর উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মাধব বলিতেছেন :—

করালায়তনাচ্চায়মুচ্চরৎ-করুণধ্বনিঃ।
বিভাব্যতে নমু স্থানমনিষ্টানাং তদীদৃশাম্॥

(মাল। ৫)।

করালা চামুণ্ডার মন্দির হইতে এই উচ্চ করুণধ্বনি উত্থিত হইতেছে। চামুণ্ডার মন্দিরই ঈদৃশ অনিষ্টের স্থান।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই চামুণ্ডা কে? মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে :—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যতি॥

(চণ্ডী)।

মহাসংগ্রামে নিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া, দুর্গার চামুণ্ডা নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা, ও এই অষ্ট শক্তির মধ্যে চামুণ্ডা অন্যতমা শক্তি। জে, এফ্, ওয়াট্সন্ এবং জন্ উইলিয়াম্ কেই নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয় এসিয়াটিক রিসার্চের ৯ম খণ্ডের, ২০৩ পৃষ্ঠায় চামুণ্ডা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

It is to this Goddess that all human sacrifices are made by Hindus. One of the ancient Hindu dramatists, Bhavabhuti, who flourished in the 8th century, in his drama of Malati Madhava, has made powerful use of the Aghora in a scene in the temple of Chamunda where the heroine O fthe play is decoyed in order to be sacrificed to the dread Goddess Ch amunda or Kali.

* * * * *

The belief in the horrible practices of Aghori priesthood is thus proved to have existed at a very remote period, and doubtless refers to those more ancient and revolting rites which belonged to the baoriginal superstitions of India, antecedent to the Aryan Hindu invasion and conquest of the country. The worshippers of Sakti, of Siva, under the terrific forms of Chamunda, Chhinnamastaka and Kali are called Kerari, and represent the Aghoraghanta and Kapalkundala. The word Chamunda, according to Ward, is from *charu*, good and *munda* a head. She is said to be identical with the Goddess Kandi.*

হিন্দুগণ চামুণ্ডার সমীপে নরবলিদান করিয়া থাকেন। অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দু-কবি ভবভূতি মালতীমাধব নাটকে বর্ণন করিয়াছেন, অঘোরঘণ্ট চামুণ্ডার মন্দিরে উপহার প্রদান করিবার জন্য মালতীকে লইয়া যান। অঘোরী সম্প্রদায় যে ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভারতে বহুকাল হইতে বিদ্যমান ছিল এবং ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যহিন্দুগণের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে অনার্য্য জাতির মধ্যে ঐ সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। যে উপাসকগণ শক্তি ও শিবকে চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা, কালী প্রভৃতি নামে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কেরারী বলে, অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। ওয়ার্ড মহোদয়ের মতে চারু ও মুণ্ড এই দুইটী শব্দের সংযোগে চামুণ্ডা পদের উৎপত্তি হইয়াছে; চামুণ্ডার অর্থ সুন্দর মস্তকবিশিষ্ট।

অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন, সৌদামিনী কামন্দকীর শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া * যে সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, চামুণ্ডা যাঁহাদের সবিশেষ আরাধ্য দেবতা; ব্রতচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ ও অভিযোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করাই যাঁহাদিগের চরম উদ্দেশ্য, † সেই সম্প্রদায় ভবভূতির সময়ে কি নামে অভিহিত

---

* *The People of India, by* J. F. Watson and John William Kaye; Leyden, Asiatic Researches, IX, page 20.

* কামন্দকী। সাধু বৎসে সাধু, অবেম [illegible] সৎপ্রিয়াভিযোগেন স্মারয়সি মে পূর্ব্বশিষ্যাং সৌদামিনীম্। অবলোকিতা। ভঅবদি সা সৌদামিণী অপ্পণা সমাসাদিদ অচ্চরীঅ মন্তসিদ্ধিপ্পহাবা সিরিপব্বদে কাবালিঅব্বদং ধারেদি।

(মালতী ১)।

† সৌদামিনী। ব্রতচর্য্যাতপস্তন্ত্রমন্ত্রযোগাভিযোগজাম্।
ইমামাশ্চর্য্যপর্য্যন্তাং সিদ্ধিমাপ্তাস্মি শিবায় নমঃ॥

(মালতী ৯)

হইতেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ঐ সম্প্রদায়কে অঘোরী বা অঘোরপন্থী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; অপরে উঁহাদিগকে তান্ত্রিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অঘোরী শৈবগণও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বোধ হয়, এই সম্প্রদায়ের প্রতি ভবভূতির কোন প্রকার সহানুভূতি ছিল না। যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যপদেশে অনুক্ষণ নরহত্যা করিতেন, নরকপালমালা-ধারণই যাঁহাদের ধর্ম্মের ধ্বজা ছিল, ঐ সম্প্রদায় ভবভূতি প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণের চক্ষে সমধিক গৌরবলাভ করিতে পারেন নাই। ভবভূতি মালতীমাধব প্রকরণের ধীরপ্রশান্ত নায়ক মাধব দ্বারা ঐ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু অঘোরঘণ্টের বধ সাধন করিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অঘোরপন্থী শৈবগণের আদি স্থান বরপুত্র অঞ্চল বা বরদাপ্রদেশ। কাতিওয়ার, রাজওয়ার, প্রভৃতি স্থানেও অনেক অঘোরীর বাস ছিল। রাজওয়ারের অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে এখনও অনেক অঘোরী দৃষ্ট হয়।

বৈদিক সমাজ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, আরণ্যক ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমীর বিশদ বৃত্তান্ত যদি কেহ সংক্ষেপে জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তর চরিত নাটক পাঠ করুন। উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে ভাণ্ডায়ন, সৌধাতকি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী এবং ২য় অঙ্কে লব, কুশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর দৈনিক কার্য্য দেখিয়া অবগত হওয়া যায়, উঁহারা পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ জীবন যাপন করিতেন। বশিষ্ঠের আগমনে বাল্মীকির পাঠশালা এক দিন বন্ধ হওয়ায় ভাণ্ডায়ন সহর্ষে বলিতেছেন, "অপূর্ব্বঃ কোঽপি বহুমানহেতুর্গুরুষু সৌধাতকে," হে সৌধাতকি গুরুজনে কোন অসাধারণ সম্মানের হেতু বিদ্যমান থাকে। ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাই শিষ্টানধ্যায় হেতু বালকগণ কলকল-ধ্বনি-উচ্চারণ-পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলরূপে খেলা করিতেছে। উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে জনক লবের পরিচ্ছদবর্ণনচ্ছলে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন। জনক বলিতেছেন :—

চূড়াচুম্বিতকঙ্কপত্রমভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতঃ
ভস্মস্তোমপবিত্রলাঞ্ছনমুরো ধত্তে ত্বচং রৌরবীম্।
মৌর্ব্ব্যা মেখলয়া নিযন্ত্রিতমধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠিকং
পাণৌ কার্ম্মুকমক্ষসূত্রবলয়ং দণ্ডঃ তথা পৈপ্পলম্॥

(উত্তর ৪)।

এই বালক পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে তূণীদ্বয় ধারণ করিয়াছে। মস্তকের শিখা তূণীর অভ্যন্তরস্থিত বাণপুঙ্খবর্ত্তী পক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। ইহাঁর বক্ষঃস্থল ভস্মলিপ্ত ও রুরুমৃগের চর্ম্ম পরিধানীয়। ইহাঁর মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত অধোবাস মুর্ব্বীতন্তুনির্ম্মিত কটিসূত্র দ্বারা বদ্ধ, এবং হস্তে ধনুঃ, জপমালা ও অশ্বত্থশাখানির্ম্মিত দণ্ড বিদ্যমান আছে।

উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী লব ও কুশের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সংস্কার বিবৃত করিয়াছেন। বীরচরিতের প্রথম অঙ্কে রামচন্দ্র প্রভৃতির দারগ্রহ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহসংস্কার বর্ণিত হইয়াছে। ভবভূতি সাগ্নিক গৃহস্থের দৃষ্টান্তস্বরূপে * বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে বিশ্বামিত্র ও উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে জনক ঋষির নিত্যকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বীরচরিত ও উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে অতিথি-সৎকারের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, জনক শতানন্দকে বলিতেছেন :—

> ঋষিরয়মতিথিশ্চেৎ শ্রীমতঃ পাদমর্ঘ্যং
> তদনু চ মধুপর্কঃ কল্প্যতাং শ্রোত্রিয়ায়।
> অথ তু রিপুরকস্মাৎ হেতিনঃ পুত্রকাণাং
> তদিহ নয়বিহীনে কার্ম্মুকস্যাধিকারঃ ॥
>
> (বীর ২)।

এই জামদগ্ন্য ঋষি যদি আমাদের অতিথিরূপে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, উঁহাকে কুশাসন, পাদ্য, পূজোপকরণ তদনন্তর মধুপর্ক প্রদান করুন। আর যদি তিনি আমাদের পুত্রতুল্য রামচন্দ্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে আমরা ধনুর্ধারণ করিব।

উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্রেয়ীর আগমনে প্রহৃষ্ট হইয়া বনদেবতা ফল, কুসুম ও পল্লব বিকিরণ পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

> যথেচ্ছং ভোগ্যং বো বনমিদময়ং মে সুদিবসঃ
> সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।
> তরুচ্ছায়া তোয়ং যদপি তপসো যোগ্যমশনং
> ফলং বা মূলং বা তদপি ন পরাধীনমিহ বঃ ॥
>
> (উত্তর ২)।

এই বনজাত দ্রব্য আপনি স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করুন, আমার আজ বড়ই সৌভাগ্যের দিন ; কারণ বহু পুণ্যের ফলে সজ্জনের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। বৃক্ষের ছায়া, নির্ঝরের জল, এবং ফল মূল ইত্যাদি তাপসীগণের আহার্য্য যাহা কিছু এখানে আছে, তাহা, আপনি পরাধীন বলিয়া মনে করিবেন না।

---

* রামঃ। যেন বৈদেহি সমাশ্বসিহি তে হি গুরবো ন শক্নুবন্তি বিমোক্তুমস্মান্
কিন্ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বং স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।
সঙ্কটা হ্যাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈর্গৃহস্থতা ॥
(উত্তর ১)।

বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে লিখিত আছে, যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, মহারাজ দশরথ তাহাদিগকে দমন করিতেন।

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
বাপীকূপতড়াগাদিদেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

*　　*

ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

অত্রিঃ।

মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যকথন, বেদরক্ষণ, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেব এই সকলকে ইষ্ট বলে। বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন, অন্নদান ও আরামনির্ম্মাণ এই সকলের নাম পূর্ত্ত। ইষ্টের সম্পাদনে লোক স্বর্গ ও পূর্ত্তের সম্পাদনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে সদ্ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বশিষ্ঠ পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

অয়ি বৎস কিমনয়া যাবজ্জীবমায়ুধপিশাচিকয়া? শ্রোত্রিয়োঽসি জামদগ্ন্য পূতং ভজস্ব পন্থানম্। আরণ্যকশ্চাপি তৎ প্রচিনু চিত্তপ্রসাদনীশ্চতস্রো মৈত্র্যাদিভাবনাঃ। প্রসীদতু হি তে বিশোকা জ্যোতিষ্মতী নাম চিত্তবৃত্তিঃ। সমাপয়তু পরশুং চ। তৎপ্রসাদজম্ ঋতম্ভরাভিধানম্ অবহিঃসাধনোপাধেয়সর্ব্বার্থসামর্থ্যম্ অপবিদ্ধবিপ্লবোপরাগম্ উর্জ্জস্বলম্ অন্তর্জ্যোতিষো দর্শনং প্রজ্ঞানমভিসম্ভবতি। তদ্ধি আচরিতব্যং ব্রাহ্মণেন তরতি যেন মৃত্যুং পাপ্মানম্। (বীর। ৩।)

হে বৎস, যাবজ্জীবন এই আয়ুধপিশাচিকায় মত্ত থাকিয়া ফল কি? হে জামদগ্ন্য, তুমি বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, অতএব পবিত্র পথের অনুবর্ত্তন কর। তুমি মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিপ্রকার ভাবনার অনুশীলন করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল কর *। তোমার দুঃখরহিত ও প্রকাশস্বরূপ চিত্তবৃত্তি প্রসন্নতা লাভ করুক। কুঠার ত্যাগ কর।

---

* মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাশ্চিত্তপ্রসাদনীভাবনাঃ।

(পাতঞ্জল ১।৩৩)।

যথোক্তং বাচস্পতিমিশ্রৈঃ—

সুখিতেষু মৈত্রীং সৌহার্দং ভাবয়তঃ ঈর্ষ্যাকালুষ্যং নিবর্ত্ততে চিত্তস্য। দুঃখিতেষু চ করুণামাত্মনীব পরস্মিন্ দুঃখপ্রহাণেচ্ছাং ভাবয়তঃ পরাপকারচিকীর্ষাকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। পুণ্যশীলেষু প্রাণিষু মুদিতাং হর্ষং ভাবয়তঃ অসূয়াকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। অপুণ্যশীলেষু চোপেক্ষাং মাধ্যস্থং ভাবয়তোঽমর্ষকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। ততশ্চাস্য রাজসতামসধর্ম্মনিবৃত্তৌ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে ইতি।

তোমার নিত্যানন্দপূর্ণ উর্জস্বল ও অন্তর্জ্যোতিঃপ্রকাশক প্রজ্ঞা লাভ হউক। এই প্রজ্ঞাধিগম দ্বারা তোমার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব লাভ হইবে; কোন কার্য্যসম্পাদনেই বহিঃসাধনের প্রয়োজন হইবে না। মলাবরণরহিত হওয়ায়, তোমার প্রজ্ঞা কখনও বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইবে না। ব্রাহ্মণের এইরূপ আচরণ করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ মৃত্যু ও পাপের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হন।

উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে প্রকাশিত আছে, মহর্ষি জনক পরাক,* সান্তপন† প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য তপোনিচয়ের অনুষ্ঠান করিতেন।

বীরচরিতের ১ম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে লিখিত আছে, লব ও কুশ বাল্মীকির সন্নিধানে ত্রয়ীবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আত্রেয়ীর দাক্ষিণাত্যে আগমনের প্রয়োজন কি—ইহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বনদেবতাকে বলিতেছেন:—

অস্মিন্ অগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥

উত্তর। ২।

এই প্রদেশে অগস্ত্যপ্রভৃতি অনেক সামবেদবিদ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদিগের নিকট উপনিষদ্ বিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বাল্মীকির আশ্রম হইতে এখানে আগমন করিয়াছি।

বস্তুতঃ এই সময়ে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় গুরু ও শিষ্য সকলেই ব্যাপৃত থাকিতেন। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের লোক, সুতরাং তিনি কাবেরী নদীর তীরভূমির সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। এই কাবেরীর তীরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করেন, যাঁহারা নিরন্তর তপশ্চরণ ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এবং ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া শত শত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। বীরচরিতের ৫ম অঙ্কে লিখিত আছে:—

রামঃ। অয়ং বারাং রাশিঃ কিল মরুরভূৎ মধুরিপোঃ
স্বয়ং বিষ্ণো যেনাদ্ভুতবিক্রমৈরাপ্যানমজহাৎ।

---

* দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ৩।৩২০।

† একরাত্রং গোক্ষীরবিমুক্তং কুশোদকম্।
জগ্ধ্বা পরেঽহ্ন্যুপবসেদেষ সান্তপনো বিধিঃ॥ [অত্রিসংহিতা, ১১৮॥]

বিলিল্যে যৎকুক্ষিস্থিতশিখিনি বাতাপিবপুষা
স কাসাং বাণীনাং মুনিরকলিতাস্মাস্ত বিষয়ঃ ॥

বীর। ৭।

যাঁহার চেষ্টায় মহাসমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহার প্রভাবে বিন্ধ্যপর্ব্বত বৃদ্ধিরহিত হইয়া স্বীয় গর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছিল, যাঁহার জঠরাগ্নিতে বাতাপি দানবের দেহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই অচিন্ত্যমাহাত্ম্য মহর্ষি অগস্ত্য এই কাবেরীর তীরে বাস করিতেন।

যে শান্তশীল মনীষিগণ সংসারের প্রতি বিরক্তচিত্ত হইয়া, অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা নদীতীরে, বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতকন্দরে কি ভাবে নীবারৌদন ভক্ষণ করিয়া, কালযাপন করিতেন, তাহা উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে সুচারুরূপে বর্ণিত আছে। ঋষ্যশৃঙ্গের সোমযাগ ও রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত করিয়া, কবি প্রাচীন সমাজের অনেক অবস্থা আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজার কুশাসনে কিরূপে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয়, বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে দশরথমুখে উহা প্রকটীকৃত হইয়াছে। উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে বর্ণিত আছে, "পবিত্র গঙ্গাজলের সংস্পর্শে সগরের ষষ্টিসহস্র তনয় উদ্ধার লাভ করেন"। বীরচরিতের ১ম অঙ্কে রামের মাহাত্ম্য-বর্ণনস্থলে বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন, "রামের পাদস্পর্শে অহল্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হন"। বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে অলকার মুখে কবি রামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অলকা লঙ্কাকে বলিতেছেন :—

ইদং হি তত্ত্বং পরমার্থভাজাম্
অয়ং হি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্রিধা বিভিন্না প্রকৃতিঃ কিলৈষা
ত্রাতুং ভুবি স্বেন সতোঽবতীর্ণা ॥

বীর। ৭।

পরমার্থদর্শিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রামচন্দ্রই পরমেশ্বর এবং সীতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, সাধুদিগকে ত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাঁরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভবভূতি প্রাচীন সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহার সূক্ষ্মবর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, আহ্নিকক্কত্যো উহা কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, উহাই দেখাইবার নিমিত্ত বীরচরিত ও উত্তরচরিত রচিত হইয়াছে। বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে আখ্যায়িকা ও মত উদ্ধৃত করিয়া, ভবভূতি বৈদিক সমাজের আদর্শনির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৈদিকসমাজের আচার

শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণামিবাঙ্গিরাঃ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ॥ (বীর ১।)

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভদেশে পদ্মপুর নগর অবস্থিত। ঐ নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়—শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত, ধর্ম্মানুষ্ঠানরত, পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিক ও সোমযজ্ঞকারী সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহাদের বংশে বাজপেয়যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পূজ্য মহাকবি গোপালভট্টের জন্ম হয়। তাঁহার পৌত্র এবং পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ উপাধিতে সমলঙ্কৃত। ভবভূতির মাতার নাম জাতুকর্ণী এবং গুরুর নাম ভগবান্ জ্ঞাননিধি।

উত্তরচরিতের টীকায় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণ-গোত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, জাতুকর্ণী নামে অভিহিত ছিলেন *। হরিবংশের ৪২ অধ্যায়ে জাতুকর্ণ-নামক একজন ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়।

নবমে দ্বাপরে বিষ্ণোরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ।
বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতুকর্ণপুরঃসরঃ॥ (হরি ৪২)।

এই ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক ‡ ছিলেন কি না, অবগত হওয়া যায় না। স্মার্ত্ত হেমাদ্রি ইহাঁকে একজন উপস্মৃতিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতুকর্ণঃ কপিঞ্জলঃ।
উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (হেমাদ্রিঃ)।

দিব্যাবদান নামক প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে বেদের বিভাগ বর্ণনস্থলে লিখিত আছেঃ—

অধ্বর্য্যূণাং মতে ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বে তে অধ্বর্য্যবো ভূত্বা একবিংশতিধা ভিন্নাঃ। তদ্যথা কঠাঃ কণিমা বাজসনেয়িনো জাতুকর্ণাঃ প্রোষ্ঠপদা ঋষয়ঃ। ইতীয়ং ব্রাহ্মণাধ্বর্য্যূণাং শাখা। একবিংশত্যধ্বর্য্যবো ভূত্বা একোত্তরং শতধা ভিন্নম্।

(Cowell's Edition, দিব্যাবদান XXxIII, p. 633).

এই গ্রন্থ অনুসারে যজুর্ব্বেদের ৬টী শাখা ও ১০১টী প্রশাখা। জাতুকর্ণ ঐ ছয়টী শাখার অন্যতম। সুতরাং দিব্যাবদান গ্রন্থের মতে অনুমান হয়, ভবভূতির মাতামহ যজুর্ব্বেদের্ জাতু-কর্ণ-শাখার অন্তর্ভূত ছিলেন এবং সেই জন্যই ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণী নামে প্রসিদ্ধা হন।

ভবভূতির জন্মস্থান।

ভবভূতির জন্মভূমি বিদর্ভদেশবর্ত্তমান সময়ে বেরার নামে অভিহিত। মালতীমাধব প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়, ভবভূতির সময়ে বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে ঐ রাজধানী বিদার

* জাতুকর্ণগোত্রসম্ভবত্বাৎ ভবভূতিজনয়িত্রী জাতুকর্ণীইত্যভ্যধায়ি।
(উত্তরচরিতটীকা ১।)

‡ মন্তব্যপ্রকাশকালে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহোদয় বলিলেন, তাঁহার মাতামহবংশ জাতুকর্ণ গোত্রসমুদ্ভূত।

সংখ্যক সংস্কৃত নাটক বিরচিত হইয়াছিল। সাহিত্যদর্পণকার যে কয়েকখানির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বীরচরিত	কুন্দমালা
উত্তরচরিত	জানকীরাঘব
মহানাটক	রাঘবাভ্যুদয়
প্রসন্নরাঘব	কৃত্যারাবণ
অনর্ঘরাঘব	রামাভিনন্দ
বালরামায়ণ	রামাভ্যুদয়
উদাত্তরাঘব	রাঘবানন্দ
ছলিতরাম	রাঘববিলাস

এতদ্ভিন্ন উইল্‌সন্ সাহেব অভিরামমণি নামক একখানি নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। হল্ সাহেবের গ্রন্থে অমোঘরাঘব ও মহাবীরানন্দ নামক অপর দুইখানি নাটকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয় নানা যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ভবভূতির প্রণীত বীরচরিত ও উত্তরচরিত এই সকল নাটকমধ্যে প্রাচীনতম।

কালিদাস ও ভবভূতি এতদুভয়ের কাব্যের পরস্পর তুলনা করিলে, নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, এই দুই কবি দুই বিভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের সরল ও স্বাভাবিক কবিতা পাঠ করিলে, অনুমান হয়, তিনি ভবভূতির অনেক পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন *। ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘসমাসের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয়, বাণভট্ট ও দণ্ডী যে যুগে জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার কিয়ৎকাল পরে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।

রাজতরঙ্গিণীর ৪র্থ তরঙ্গের ১১৪ শ্লোকে লিখিত আছে :—

কবির্ব্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥

বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ-সেবিত কবি যশোবর্ম্মা ললিতাদিত্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, বিজেতার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন।

এই শ্লোক অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায়, ভবভূতি কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্ম্মার

---

* যচ্চ কিল কৌশিকী শকুন্তলা দুষ্মন্তম্, অপ্সরাঃ পুরূরবসঞ্চকমে, ইত্যাখ্যানবিদ আচক্ষতে, বাসবদত্তা চ রাজ্ঞে সঞ্জয়ায় পিত্রা দত্তমাত্মানমুদয়নায় প্রাযচ্ছৎ ইত্যাদি, তদপি সাহসিক্যম্ ইত্যনুপদেষ্টব্যকল্পম্। (মালতী। ২।)

এই স্থল পাঠ করিয়া বোধ হয়, ভবভূতি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রতি লক্ষ করিয়াছেন।

" ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ইন্দোর হইতে একখানি মালতীমাধবের হস্তলিপি * পাওয়া গিয়াছে, তাহার ৩য় অঙ্কের শেষে ' ইতি কুমারিল শিষ্যকৃতে ' এবং ৬ষ্ঠ অঙ্কের শেষে 'ইতি কুমারিলস্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভবশ্রীমদুম্বেকাচার্য্যবিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ'। আবার ১০মের শেষে 'ইতি ভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ' লিখিত আছে। ইহাতে কোন কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" V. S. Pandurang's Gaudavaho, Introd. p. 206). কুমারিল ভট্ট ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, অতএব তাঁহার শিষ্য শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বীয় গ্রন্থত্রয় বিরচন করেন। †

মালতীমাধবের ভূমিকায় ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, "পণ্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভবভূতি কালিদাসের সমসাময়িক। এই প্রবাদের মূলতত্ত্ব নিম্নে লিখিত হইল। ভবভূতি উত্তরচরিত নাটক সমাপন করিয়া কালিদাসের নিকট গমন করেন এবং ঐ গ্রন্থসম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস তৎকালে চতুরঙ্গক্রীড়ায় নিরত থাকায় ঐ নাটকখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার নিমিত্ত ভবভূতিকে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কালিদাস সন্তোষসহকারে বলিলেন, কাব্যখানি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে, কিন্তু—

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ॥ (উত্তর ১।)

এই শ্লোকের ৪র্থ চরণে 'এবং' শব্দে একটি অনুস্বার অধিক হইয়াছে। ভবভূতি কালিদাসের উপদেশ অনুসারে 'রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ' পাঠ লিখিলেন। এস্থলে যে প্রবাদ উল্লিখিত হইল, কেবল উহারই উপর নির্ভর করিয়া ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক বলিতে পারা যায় না। পরন্তু উত্তরচরিতের কোন কোন হস্তলিপিতে ' রাত্রিরেবং ' অন্যত্র ' রাত্রিরেব ' এইরূপ পাঠ আছে।

ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে :—

"বারাণসীদেশাদাগতঃ কোঽপি ভবভূতির্নাম কবির্দ্বারি তিষ্ঠতীতি।"

বারাণসীদেশ হইতে আগত ভবভূতি নামক কোন কবি দ্বারদেশে বর্ত্তমান আছেন।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ, কুমারিলভট্ট প্রস্তাব।

† শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভায় মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন, তিনি আজিম গঞ্জে কতকগুলি জৈন গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন,তদনুসারে জানা যায়, বঙ্গদেশীয় জৈনপণ্ডিত বপ্‌পভট্টের সহ ভবভূতির সাক্ষাৎ হয়। বপ্‌পভট্ট ভবভূতিকে জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। ভবভূতি বঙ্গরাজধানীতে আসিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহাতে বিবর্ত্তমত অন্তর্নিহিত ছিল। বস্তুতঃ বিবর্ত্তশব্দ শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত নহে, ঐ শব্দটি তাঁহার আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

মনোযোগ সহকারে উত্তরচরিত নাটক পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে, ভবভূতি শঙ্ক-

---

শঙ্করাচার্য্য যে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দোবের বৈশেষিক সূত্রের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

বিবর্ত্তবাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত নহে, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই উহা এদেশে প্রচলিত ছিল। বেদান্তসূত্র ও উপনিষদ্ সমূহে বিবর্ত্তমতের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণের মধ্যেও ঐ মত খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রজ্ঞাপারমিতা, মাধ্যমিকসূত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বিবর্ত্তমত বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতেও বিবর্ত্তবাদ শঙ্করের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর আমাকে লিখিয়াছেন :—

JAN. 22 99.

DEAR SIR,

Accept my best thanks for the numbers of the Journal of the Buddhist Text Society which you kindly sent me. I have been a reader of your Journal from the beginning, because it really contained important original contributions. Your articles on the Madhyamika philosophy were full of interest to me, but you may imagine what a disappointment it is when the numbers of your Journal suddenly stop in the midst of a most interesting subject. The numbers IV, 2, 3, 4, have never reached me, and I shall feel much obliged if you would send them to me. I need not tell you that I read what you gave us of the Madhyamika Sutras with the greatest interest. We have no Mss. in England of these Sutras, and they were just new to me. As far as I can judge these Sutras presuppose the existence of the Vedanta philosophy, not exactly the Sutras of Badarayana, such as we have them, but in some from or other, and always founded on the Upanishads. But you must not attribute too much weight to my opinion in this matter, as I have had no time yet to read the Madhyamika Sutras carefully and critically. When the Padmapurana speaks of the Mayavada, he meant teaching of Sankara rather than that of Badarayana. The Upanishads do not mention Maya in place of Avidya. Pracchanna Bouddha is a Crypto-Buddhist, a man who calls himself a Vedantist, but really teaches the extreme view of the Bouddhas.

You should certainly publish your articles on the Madhyamika Sutras separately, as a complete edition. Your article on Nirvana too is excellent and exhaustive, and reflects the greatest credit on your scholarship. You have great advantages in India, and I am glad to see that you know how to avail yourself of them.

I am myself hard at work with six systems of Indian philosophy, and hope soon to publish a book on them. But it will be very imperfect, I know; a more beginning, and there is plenty of works left to do for younger scholars.

With best thanks and wishes,

Yours Sincerely,

F. Max Muller.

বাজসনেয় সংহিতার শ্লোকটীর সামান্যতঃ অর্থ এই যে, যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা মরণান্তর সূর্য্যোদয়রহিত ও গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আবৃত লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ভবভূতিউদ্ধৃত উপনিষদ্‌বাক্যের এই সহজ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বাজসনেয়োপনিষদের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন তদনুসারে উল্লিখিত শ্লোক নিম্নলিখিত ভাবে অনুবাদিত হইতে পারে :—

যাহারা অবিদ্যাদ্বারা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা দেহত্যাগানন্তর ঘোর অন্ধকারে আবৃত অসুরাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে যাঁহারা আত্মার অজরত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহাদের কর্ম্মের ক্ষয়, জন্মের নিবৃত্তি ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আর যে সকল লোক তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন না

DEAR SIR,

I am very happy to have received this morning your kind letter and I beg to congratulate yon for the gentle sending of three fasc. of ihe J. of B. T. S.

I have read with much pleasure and profit your translation of the madhyamika Sutras, with extracts of the *Tika* of Chandra Kirtti, and it is a pity of your intention of publishing this translation in a complete volume, dose prevent you of publishing the same work in the Journal. I hope your work shall promptly come to ; and no body will read it with more attention than myself

As the little paper I send you by the same mail shall show, I believe *that it is not impossible* that the Buddhist specultaion went for a part, as a ferment, in the development of the doctrinc of Maya. But it seems to me very audacious to say more, or to try a more precise explanation. It is not definitely settled that the doctrine of Maya was unknown to the prehistoric authors of the Upanishads. But of course Brahma or Sunyata, that seems to be quite the same.

It is only by the special researches, that facts can be established.

Your article on Nirvana is one of the best essays on the subject. You quote so many authorities whih were unknown to every orintal scholar ; your contribution to the life of Nagarjuna is very new and useful.

* * * *

Believe me, Dear Sir,
Yours very faithfully
Louis de la Vallee Poussin

শঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্তবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক কিনা এই বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ আছে তৎসমূহ সংগ্রহ করিয়া বিগত জানুয়ারী মাসে আমি অধ্যাপক মনিঅর উইলিয়ম্‌স্‌কে একখানি পত্র লিখি, কিন্তু তিনি ঐ বিষয়ের উত্তর প্রেরণের পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আমরা ৭ই এপ্রিল ১৮৯৯ এর টেলিগ্রামে জানিতে পারিলাম। তাঁহার শেষ পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

সুতরাং তাঁহার সভাসদ্ বাণভট্ট যে ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বাণভট্টের শ্বশুর ময়ূর কবি * এই সময়েই কুষ্ঠরোগ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সূর্য্যশতক প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যের মতে দশকুমার ও কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডী বাণভট্টের সমসময়ে প্রাদুর্ভূত হন। মিঃ টেলাঙের মত অনুসারে মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্ত ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং তিনি ভবভূতির সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের গ্রন্থকার।

এই ৭ম শতাব্দীতে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘসমাসপ্রিয় ছিলেন। দণ্ডী স্বীয় কাব্যাদর্শনামক অলঙ্কারগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন :—

কাব্যের প্রকৃত শক্তি সমাসবাহুল্যের উপর নির্ভর করে।

ভবভূতি এই সকল কবির কিঞ্চিৎ পরে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের রীতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, এই জন্যই ভবভূতির কাব্যে বহুল পরিমাণে দীর্ঘ সমাস দৃষ্ট হয়।

ভবভূতির লোক-রঞ্জকতা।

ভবভূতির কাব্যত্রয় অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয়, তাঁহার সমসাময়িক লোক মধ্যে তাঁহার কাব্যের যথোপযুক্ত সমাদর হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তিকালে মালতীমাধব ও উত্তরচরিত নাটক পাঠ করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বসময়ে তদীয় কাব্যের তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। উত্তর-চরিতের ১ম অঙ্কে ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতোহ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ॥ (উত্তর ১।)

নির্ভয়ে ও স্বীয় অভিলাষ অনুসারে কবিতা রচনা করা কর্ত্তব্য। কবিতা যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, নিন্দার হাত হইতে কবির পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। জনগণ স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও বাক্যের সাধুত্ব উভয় বিষয়েই কুৎসাপ্রবণ হইয়া থাকে।

মালতীমাধবের ৯ম অঙ্কে তিনি লিখিয়াছেনঃ :—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষযত্নঃ।
উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা, চ পৃথ্বী॥ (মাল ১।)

যাঁহারা আমার এই কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই তাহার কারণ জানেন; তাঁহাদের নিমিত্ত আমি এই যত্ন করি নাই। আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোন ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন অথবা কোথায়ও বিদ্যমান আছেন, কারণ কালের অবধি নাই এবং পৃথিবীও বহুবিস্তীর্ণা।

এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, সমালোচকগণের কঠোর আঘাত সহ্য করিয়াও, ভবভূতি স্বীয় উদ্যম ত্যাগ করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি ছিল, এই হেতু তিনি প্রতিপক্ষগণের মন্তব্যে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, বরঞ্চ আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে শান্তিদেব নামক একজন বৌদ্ধকবির উল্লেখ করিতেছি। তিনি শিক্ষাসমুচ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার, রাষ্ট্রপালপরিপৃচ্ছা প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন

---

* এ স্থলে ভি, এস্ আপ্তে মহোদয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

নবদ্বীপনিবাসী মদীয় অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি ময়ূর কবি বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন ফরিদ্পুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদী গ্রামনিবাসী ৺রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কোঁড়কদীর ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ ময়ূর ভট্টের সন্তান বলিয়া পরিচিত।

করেন ; কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয়, তাঁহার গ্রন্থ সমাদরে পরিগৃহীত হয় নাই। সমালোচকগণের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তিনি স্বীয় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন :—

নহি কিঞ্চিদপূর্ব্বমত্র বাচ্যং
ন চ সংগ্রথনকৌশলং মমাস্তি।
অত এব ন মে পরার্থচিন্তা
স্বমনো ভাবয়িতুং কৃতং মযেদম্ ॥
মম তাবদনেন যাতি বৃদ্ধিং
কুশলং ভাবয়িতুং প্রসাদবেগঃ।
অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যেৎ
অপরোঽপ্যেনমতোঽপি সার্থকোঽয়ম্ ॥

(বোধিচর্য্যাবতার ১।)

আমি এই গ্রন্থে কোন অপূর্ব্ব কথা বলিব না, এবং ভাবসংগ্রহ করিবার কৌশলও আমার নাই, অতএব পরের নিমিত্ত আমার এই যত্ন নহে ; স্বীয় চিত্তের তুষ্টিসম্পাদনই এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। যদি আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোনও ব্যক্তি এই গ্রন্থ অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করেন, তাহা হইলে, আমার হৃদয়ের প্রফুল্লতা আরও বৃদ্ধি হইবে।

যথোপযুক্তস্থলে প্রযুক্ত হইলে অহঙ্কারও সমধিক শোভা পাইয়া থাকে। ভবভূতি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, উহা বিবেচনা করিলে তাঁহার অহঙ্কারের অতিশয় সুখ্যাতি করিতে হয়। *

ভবভূতির তিনখানি নাটকই ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল, এই কালপ্রিয়নাথ কোন্ দেবতা, কোন্ দেশে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা সবিশেষ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কালপ্রিয়নাথ।

মালতীমাধবের প্রাচীন টীকাকার জগদ্ধর যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহার অনুসরণপূর্ব্বক, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরচরিতের টীকায় লিখিয়াছেন, "কালপ্রিয়নাথ বিদর্ভদেশের অন্তর্গত পদ্মনগরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিবিশেষ।" কিন্তু মিঃ উইল্সন্ ও মিঃ আনন্দরাম বড়ুয়া প্রভৃতির মতে কালপ্রিয়নাথ উজ্জয়িনী নগরীতে প্রতিষ্ঠিত মহাকালের নামান্তরমাত্র। বড়ুয়া মহাশয় বালরামায়ণ হইতে "অয়মুজ্জয়িনীনিবাসো ভগবান্ মহাকালনাথঃ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, এই মহাকালনাথই ভবভূতির কাব্যে কালপ্রিয়নাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন কথাসরিৎসাগরে উজ্জয়িনীনগরীর বর্ণনাস্থলে লিখিত আছে :—

যস্যাং বসতি বিশ্বেশো মহাকালবপুঃ স্বয়ম্।
শিথিলীকৃতকৈলাসনিবাসব্যসনো হরঃ॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য মদীয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত যথানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বলিলেন :—

সহস্র বর্ষের পূর্ব্বে মহাকবি ভবভূতি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা," আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোন ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় শিক্ষিতসমাজে সেই কবির কাব্যের উপযুক্ত সমালোচনা দেখিয়া আমরা মনে করিতে পারি, আজ তাঁহার সাহঙ্কার ভবিষ্যবাণী যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইল।

এই শ্লোকে মহাকালবপুঃ দ্বারা শিবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অস্যৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ।
জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্॥
(রঘু।৬।৩৪)

রঘুবংশের এই শ্লোকে কালিদাস উজ্জয়িনী নগরীর শিবকে মহাকালনিকেতন এই বিশেষণদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যংতে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ। (মেঘদূত ১।৩৫)

মেঘদূতের এই শ্লোকে কালিদাস উজ্জয়িনীর শিবকে মহাকালরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের "তথা পুণ্যতমং দেবি মহাকালবনং শুভম্।
যত্রাস্তে শ্রীমহাকালঃ পাপেন্ধনহুতাশনঃ॥

এই বচনে শিব ও মহাকাল অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হয়, মহাকাল, মহাকালনিকেতন মহাকালবপুঃ, মহাকালনাথ ও কালপ্রিয়নাথ এই সকল নাম পরমার্থতঃ পরস্পর বিভিন্ন নহে, উজ্জয়িনীনগরীর শিবমূর্ত্তিই * বিভিন্ন গ্রন্থে এই সকল নামে অভিহিত হইয়াছেন,

বশিষ্ঠ প্রথম সংহিতাকার।

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস এই যে, মনুই সর্ব্বপ্রথমে সংহিতা প্রণয়ন করেন, এবং বশিষ্ঠপ্রভৃতি ঋষিগণ মানবধর্ম্ম শাস্ত্রের মত সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বস্ব সংহিতা বিরচন করেন। কিন্তু ভবভূতির মত অন্যরূপ। ভবভূতির মতে বশিষ্ঠ সর্ব্বপ্রথম সংহিতাকার, মনু প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার পরে প্রাদুর্ভূত হন। বীরচরিতের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

জাম। প্রাগ্‌ধর্ম্মস্য ভবন্ত এব পরমদ্রষ্টার আসন্
গুরোর্লব্ধা জ্ঞানমনেকধা প্রবচনৈর্ম্মন্বাদয়ঃ প্রাণয়ন্।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরশুরাম বলিতেছেন, "আপনারাই প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন, পরে গুরুর সন্নিধানে বহুপ্রকার জ্ঞান লাভ, করিয়া মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন।"

বাল্মীক।

বাল্মীকি ও ব্যাস এতদুভয়ের মধ্যে কে অধিকতর প্রাচীন এই বিষয় লইয়া রাবিদ্‌গণ বিগত কয়েক বৎসর হইতে ঘোর তর্ক বিতর্ক করিয়া আসিতেছেন। অধ্যাপক লেথব্রিজ ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে ব্যাসের প্রাচীনত্ব অঙ্গীকার করিয়া মহাভারতের পরে রামায়ণের রচনা-কাল নির্দ্দেষ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই,

---

* মদীয়মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "দক্ষিণাপথভ্রমণ" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৯৮) লিখিয়াছেন উজ্জয়িনী নগরীতে সিপ্রানদীর পূর্ব্বতীরস্থ পিশাচমুক্তেশ্বর ঘাটের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে মহাকালেরপ্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত।

† ভবভূতি বশিষ্ঠসংহিতার ভাষা অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেনঃ—

ভাণ্ডায়ন। সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিন ইতি হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি (উত্তরচরিত। ৪।)

অথাপি ব্রাহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্ব্বন্তীতি। বসিষ্ঠসংহিতা। ৪।)

মহোদয় বাল্মীকি ও ব্যাসের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বে মহাভারত বিদ্যমান ছিল কিনা, ইহা সকলেরই প্রণিধান করিবার বিষয়"। সুপ্রসিদ্ধ কবি গোরেসিও ইটালী ভাষায় রামায়ণের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় লিখিত আছে, রামায়ণে অতি প্রাচীন হিন্দুসমাজের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং ঐ কাব্য মহাভারত রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে ঐ সকলের তথ্য অনুসন্ধান করিলেও প্রাগুক্ত বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন ;—

জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥

জগতে বাল্মীকি প্রাদুর্ভূত হইলে "কবি" এই একবচনান্ত পদের প্রথম প্রয়োগ হইয়াছিল, তদনন্তর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে 'কবী' এই দ্বিবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইতে লাগিল এবং দণ্ডীর আবির্ভাবের পর হইতে "কবয়ঃ" এই বহুবচনান্ত পদের সৃষ্টি হইল। এই প্রাচীন উক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে, বাল্মীকিকে ব্যাসের অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এদেশে অপর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ।
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে॥

প্রথমতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে, দ্বিতীয়তঃ ব্যাস নদী পুলিন হইতে, তৃতীয়তঃ বাল্মীকি বল্মীক হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই কবি ও ত্রিলোকের শিক্ষাদাতা, তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি।

এই মতের অনুসরণ করিলে ব্যাসকে বাল্মীকির অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের আলোচ্য কবি ভবভূতি এ বিষয়ে কি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

"বনদেবতা। চিত্রমাম্নায়াদন্যো নূতনশ্ছন্দসামবতারঃ।

আত্রেয়ী। তেন খলু পুনঃ সময়েন তং ভগবন্তম্ আবির্ভূতশব্দব্রহ্মপ্রকাশম্ ঋষিম্ উপগম্য ভগবান্ ভূতভাবনঃ পদ্মযোনিরবোচৎ ঋষে প্রবুদ্ধোঽসি বাগাত্মনি ব্রহ্মণি, তদ্ ব্রূহি রামচরিতম্ অব্যাহতজ্যোতিরার্ষং তে প্রাতিভং চক্ষুঃ আদ্যঃ কবিরসি ইত্যুক্ত্বা অন্তর্হিতঃ। অথ ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রণিনায়।" (উত্তর। ২।)

উদ্ধৃত স্থলে স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে, বাল্মীকি আদি কবি ও রামায়ণ সর্ব্বপ্রথম লৌকিক কাব্য এবং বাল্মীকিই সর্ব্বাগ্রে লৌকিক ছন্দের সৃষ্টি করেন।*

---

* আত্রেয়ী। অথ স ব্রহ্মর্ষিরেকদা মাধ্যন্দিনসবনায় নদীং তমসামনুপ্রপন্নঃ তত্র চ যুগ্মচারিণোঃ ক্রৌঞ্চয়োরেকং ব্যাধেন বিধ্যমানম্ অপশ্যৎ, আকস্মিকপ্রত্যবভাসাং দেবীং বাচম্ অব্যতিকীর্ণাম্ অনুষ্টুপ্‌-ছন্দসা পরিচ্ছিন্নাম্ অভ্যুদৈরয়ৎ।

মা নিষাদ, প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

অনেকে বলেন ঋষিবরের এই শ্লোকটিই সর্ব্বপ্রথম লৌকিক শ্লোক এবং ভবভূতির মতও বোধ হয় তাহাই ছিল। বনদেবতা এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া ছিলেন "আশ্চর্য্য। বৈদিক ছন্দের অতিরিক্ত নব ছন্দের অবতার দেখিতেছি"।

বীরচরিতের প্রথম অঙ্কেও ভবভূতি বাল্মীকিকে প্রথম কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বীরচরিতে লিখিত আছে :—

স্মরে! প্রাচেতসো মুণিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং
যৎ পাবনং রঘুপতেঃ প্রণিনায় বৃত্তম্। (বীর।১)
ইত্যাদি।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

মালতীমাধবের ১ম অঙ্কে বর্ণিত আছে, দেবরাতের পুত্র মাধব আন্বীক্ষিকী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কুণ্ডিনপুর হইতে পদ্মাবতী নগরীতে আগমন করেন। ২য় অঙ্কে উল্লিখিত আছে, মাধব স্বসুহৃদ্ মকরন্দের সহ মিলিত হইয়া পদ্মাবতী নগরীতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, এই আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ কি এবং ভবভূতির সময়ে ঐ বিদ্যার কিরূপ প্রচার ছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বৈদিক বাক্যসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য পূর্ব্বমীমাংসায় জৈমিনি যে সকল তর্ক ও তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহা ন্যায় নামে অভিহিত। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ন্যায় শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা এবং ঐ অধ্যায়ে ন্যায়বিৎশব্দ মীমাংসক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য পূর্ব্বমীমাংসার যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন তাহার নাম 'ন্যায়মালাবিস্তর।' এইরূপে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ অনুসন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, জৈমিনিকৃত বৈদিক মীমাংসাই ন্যায়শব্দ-বাচ্য। বেদের অর্থ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে, জৈমিনি যে সকল ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ঐ সকল ন্যায় পরস্পর সুশৃঙ্খলার সহিত বিন্যস্ত হইয়া যে শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ জৈমিনির উদ্ভাবিত তর্কসমূহই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বীজ এবং ঐ তর্কসমূহ ন্যায় নামে অভিহিত হইত বলিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র নামে খ্যাত ছিল। শব্দের নিত্যানিত্যত্ব, জীবাত্মার স্বরূপ, মুক্তি ইত্যাদি তত্ত্বসমূহকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অন্তর্ভূত করিয়া গোতম যে দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তন করেন, উহাই কালক্রমে ন্যায়শাস্ত্র নামে প্রচলিত হইতে লাগিল। আন্বীক্ষিকী শব্দের প্রকৃত অর্থ তর্কবিদ্যা এবং ন্যায় শব্দের যথার্থ অর্থ বৈদিকমীমাংসা হইলেও, ভবভূতি বোধ হয়, এস্থলে আন্বীক্ষিকী শব্দে গোতম-প্রবর্ত্তিত ন্যায়-দর্শনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভবভূতি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বহইতে ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের সমধিক চর্চা চলিতে ছিল। অধ্যাপক কাউএল সাহেবের মতে পক্ষিলস্বামী বা বাৎস্যায়ন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়সূত্রের ভাষ্য * প্রণয়ন করেন

* জৈন হেমচন্দ্র অভিধান-চিন্তামণি নামক কোষগ্রন্থে চাণক্য ও বাৎস্যায়নকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

কাঞ্চন।—বীর।৭। কেহ কেহ ইহা সুমেরু পর্ব্বতের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। রামায়ণে ইহা ঋষভ পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়াছে। *

কাবেরী।—বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে বর্ণিত আছে, যে ঐ নদীর অনতিদূরে অগস্ত্যের আশ্রম সংস্থিত ছিল। রামায়ণের ৪র্থ কাণ্ডের ৪১ অধ্যায়ে কাবেরীর বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ইহা দক্ষিণাপথের একটী প্রধান ও পুণ্যতোয়া নদী। ইহা কুর্গ রাজ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যা।—বীর।৫। কপিরাজ বালির রাজ্য। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান বেল্লারীর উত্তরে পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী অবস্থিতা ছিল। বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত ছিল। বস্তুতঃ দক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতের অনেক স্থান কিকিন্ধ্যা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কুঞ্জবান।—বীরচরিতের ৫ম অঙ্ক ও উত্তর চরিতের ১ম অঙ্ক অনুসারে অবগত হওয়া যায়, এখানে দনু নামক শিরোগ্রীবাশূন্য দানবের অধিষ্ঠান ছিল। ইহা জনস্থানের পশ্চিমস্থিত দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ।

কৈলাস।—বীর।৭। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতদেশে অবস্থিত। †

কৌশিকী।—বীর।১। বর্ত্তমান কুশী নদী। নেপালরাজ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া চম্পানগরীর নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। (সিদ্ধাশ্রম শব্দ দ্রষ্টব্য)

গন্ধমাদন।—বীরচরিতের ৭ম অঙ্কে সুগ্রীব বলিয়াছেন, গন্ধমাদন পর্ব্বত কৈলাস ও সুমেরু হইতেও দূরে অবস্থিত, গন্ধমাদনের পরে কোন স্থান বিদ্যমান, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে সুমেরুর দক্ষিণদিকে গন্ধমাদনের অবস্থান। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে (গোলাধ্যায়ে) যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে জানা যায়, গন্ধমাদন মানসসরোবরের সমীপে বিদ্যমান আছে।

গোদাবরী।—উত্তর।২। সুপ্রসিদ্ধ নদী; পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

হইতেছে। ঐ নদী যে পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পর্ব্বতকে কেহ কেহ পশ্চিমঘাট এবং দেশীয়েরা অনমলয় বলে। ঐ নদীই রামায়ণোক্ত পম্পা নদী বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করা যায় এবং ইহার উৎপত্তি স্থানই ঋষ্যমূক পর্ব্বত, এক্ষণে অনমলয় অর্থাৎ হস্তিগিরি নামে বিখ্যাত। (শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ, ঋষ্যমূক শব্দ)।

* ততঃ কাঞ্চনমত্যুগ্রম্ নাম পর্ব্বতম্।
কৈলাস শিখরঞ্চৈব দ্রক্ষ্যস্যদ্ভুতবিক্রম॥ (রামায়ণ ৬।৫৩)।

† The Kailash mountain believed to be the abode of Siva, the tutelary God of the snowy range of Central Asia, and of the Wealth-God Kuvera, was to the north of the Himalayas. It would appear to correspond with the Kiunlun range, which extends northwards and connects with the Altai Chain. (Babu Nabin Chandra Das's Ancient Geography of Asia p. 66.)

চিত্রকূট।—বীর।৪। উত্তর।১। এক্ষণে লোকে ইহাকে কামতা ও চিতোরকোট উভয় নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। উহা বর্ত্তমান বান্দা জেলার মধ্যে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে প্রয়াগ সন্নিহিত ভাগীরথী-তীরস্থিত পর্ব্বত চিত্রকূট নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং কেহ কেহ বলেন, উহা বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। * ইহারই ১০ ক্রোশ ব্যবধানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। †

জনস্থান।—বীর।৪। উত্তর।১২। উহা খর নামক রাক্ষসের আলয়। দণ্ডকার পূর্ব্বে জনস্থান অবস্থিত। যখন রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন জটায়ু এই জনস্থানে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। (রামায়ণ ৪।৬০।২১ দ্রষ্টব্য)। ‡

তমসা।—উত্তর।২। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে তমসা নদী তীরে রাত্রি যাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নদী টোন্স নামে খ্যাত। ইহা আজিমগড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বালিয়া জেলায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। §

---

* শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয়ের মত।

† দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥
গোলাঙ্গূলানুচরিতো বানরক্ষ নিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪ অধ্যায়)।

A *Krosh* probably indicated a longer distance than what it is understood to mean at present. Mr. Griffith renders it by "league." Ten *Kroshes* approximately gives the distance of Chitrakuta, in a south-westerly direction, from Allahabad *i.e.* about 60 miles. Padmanabha Ghose in his "Indian Travels" P. 124, describes this hill from his personal experience. It is 12 miles from Markanda station on the Jubbulpur Railway, in Hamirpur, west of Banda. The Mandakini flows on one side. On the top of the hill are stone-figures of Rama, Lakshmana and Sita. (Nabin Chandra Das's Ancient Geography of Asia, p. 29.)

‡ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত দক্ষিণাপথভ্রমণের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের একাংশ নাগপুর নামে পরিচিত। এখান হইতে নাসিক পর্য্যন্ত উত্তরদক্ষিণব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ দণ্ডকারণ্যস্থ জনস্থান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি নাগপুরবাসী ব্রাহ্মণেরা কোন দৈব কার্য্যের সঙ্কল্প পাঠ কালে "দণ্ডকারণ্যান্তর্গত প্রদেশ" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

Janasthan was the tract which forms a part of Central Bombay divicion including Nasika (wherein was Panchavati), Poona, Satara and Konkan, and also Aurangabad, in which are the caves of Ellora, the city of Illval, who was conquered by Agastya. Ancient Geography of Asia, P. 50).

§ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়ুয়ালরাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। (বিশ্বকোষ, তমসা শব্দ)।

শ্রীযুক্ত গ্রিফিথ সাহেবের মত অনুসারে পাঞ্চালরাজ্যের উত্তরাংশে দ্রুতকালিন্দী নামে খ্যাত ছিল।

দণ্ডকারণ্য।—বীর ৪। উত্তর ১। গোদাবরীর উত্তরে ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ‡ (জনস্থান শব্দ দ্রষ্টব্য)।

নন্দীগ্রাম।--বীর ৪। অযোধ্যার পূর্ব্বে অবস্থিত।

পঞ্চবটী।—বীর ৫। উত্তর ১।২ গোদাবরীর তীরে ও জনস্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাসিক। *

পম্পা।—বীর।৫।৭। উত্তর।১। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিকটস্থিত সরোবর। রঘুবংশের ১৩শ সর্গের ৩০ শ্লোকে পম্পার উল্লেখ আছে। (ঋষ্যমূক শব্দ দ্রষ্টব্য)।

প্রস্রবণ।—বীর।৫।, উত্তর।১। ২। গোদাবরী সমীপে ও জনস্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত পর্ব্বত। পূর্ব্বঘট্টের রাজমন্দ্র সন্নিহিতাংশ।

মলয়াচল।—বীর।৫। কাবেরী নদীর তীরস্থিত নীলগিরি পর্ব্বত।

মাতঙ্গাশ্রম।—বীর।৫।, উত্তর।১। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থিত। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ইহা পম্পাসরোবরের পশ্চিম তীরে বিদ্যমান ছিল।

মহেন্দ্রদ্বীপ।—বীর।২। ইহা ভারতবর্ষের অংশ বিশেষ, বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।৬ দ্রষ্টব্য। রঘুবংশ ৪।৩৮—৪৩ শ্লোক অনুসারে জানা যায়, কলিঙ্গপ্রদেশ ও মহেন্দ্রদ্বীপ পরস্পর অভিন্ন। বস্তুতঃ আধুনিক বিজয়পত্তনের সন্নিহিত পূর্ব্বঘট্টের উত্তরাংশই মহেন্দ্র পর্ব্বত। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কাশ্যপকে দক্ষিণারূপে প্রদান করেন। তদনন্তর সাগরের নিকট যাচ্ঞা করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বত প্রাপ্ত হন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া তপশ্চরণ করিতে থাকেন।

মাল্যবান্।—উত্তর ১। প্রশ্রবণ পর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূরে মাল্যবৎ পর্ব্বত অবস্থিত। রামায়ণ ৪।৭৭ ও রঘুবংশ ১৩।২৬ দ্রষ্টব্য।

মুরলা।—উত্তর ৩। বর্ত্তমান সময়ে যে মূলানাম্নী নদী নাসিকের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোদাবরীতে পতিত হইতেছে উহাই বোধ হয় ভবভূতির মুরলা।

বাল্মীকির আশ্রম।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কাণপুর হইতে ফরেক্কাবাদ অভিমুখে যে রেলপথ গিয়াছে, উহার বিঠুর নামক ষ্টেশনের সন্নিহিত স্থানে বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

---

* *Panchavati*—a place in the great Southern forest near the sources of the Godavari, believed to be the modern *Nasik*, so called from the incident that Surpanakha's nose (*Nasika*) was cut off by Lakshman there—*Dowson's Hindu Mithology*,

The town of Nasik is 6 miles from Nasik Road Station, the G. I. P. Railway, and its *ghat* extends for nearly half a mile on the Godavari, whose sources are at Trayambokanath (Trimebak) 20 miles higher up. Here is a temple of Raghunath at Panchavati.—Padmanabha Ghosal's *Indian Travels.*

শৃঙ্গবেরপুর—বীর।৪। উত্তর।১। নিষাদপতি গুহের আলয়। গঙ্গার সমীপে অবস্থিত। বর্ত্তমান সীঙ্গাপুরের সন্নিহিত প্রদেশ।*

শ্যামবট।—উত্তর।১। যমুনার তীরে, ভরদ্বাজের আশ্রম ও চিত্রকূট পর্ব্বত এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত। রামায়ণ ২।৫৫ ও রঘু ১৩। দ্রষ্টব্য। উহাই বোধ হয় এক্ষণে অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ।

সাঙ্কাশ্য—বীর।১। রামায়ণের আখ্যায়িকা অনুসারে অবগত হওয়া যায়, সুধন্বার বধসাধন করিয়া জনক স্বীয় অনুজ কুশধ্বজকে ইক্ষুমতী নদীতীরে সর্ব্বসমন্বিত সাঙ্কাশ্য নগর সংস্থাপন করিতে আদেশ করেন। জেনারেল কানিংহামের মতে কনোজের (কান্যকুব্জের) ৩৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত বর্ত্তমান সংকিস নগরই ভবভূতির সময়ে ও পূর্ব্বে সাঙ্কাশ্য নামে অভিহিত হইত। চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ ইহাকে সেঙ্কিয়াসি ও ক্যাপি (কপিথ) উভয় নামেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সিদ্ধাশ্রম—বীর।১। বিশ্বামিত্রের আশ্রম। উহা প্রয়াগের সন্নিধানে ভোজপুর নগরে অবস্থিত এবং কৌশিকী নদীদ্বারা পরিব্যাপ্ত। কৌশিকী ভাগীরথীর একটী শাখানদী, ইহা মগধের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বন গমন পথ।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যানগরী ত্যাগ করিয়া সরযূনদীর তীরে উপনীত হন। তাহার পর সরযূ উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর পবিত্রসলিলা ভাগীরথী সমুত্তীর্ণ হইয়া কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক নিষাদপতি গুহকের সহিত তদীয় রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে মিলিত হন। গুহকের রাজধানী বর্ত্তমান নাম চণ্ডালগড় অথবা চুনার দুর্গ। মুসলমান রাজত্বের সময়ে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইংরেজেরা উহার সংস্কার করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। ঐস্থানে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য অবস্থান করে। এখানে ই, আই রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। উহার নাম চুণারগড়। ঐ স্থানটী মোগলসরাই ষ্টেসনের অনতিদূরে অবস্থিত। তাহার পর তাঁহারা ঐ স্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া গুহের আনীত নৌকায় পুনরায় জাহ্নবীর দক্ষিণতীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তত্রত্য কোন ন্যগ্রোধ তরুতলে নিশা যাপন করিয়া পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে উপনীত হন। এই স্থানের নাম প্রয়াগক্ষেত্র। এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল, তাঁহারা ঐ ঋষির আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহার পরামর্শক্রমে যমুনাতীরস্থ কাননপথে গমন করিতে করিতে পুনরায় যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ এক ভেলা নির্ম্মাণ করিলে

* Sringaverapur is the modern *Sungroor*, in Allahabad district. (Nabin Chandra Das's Ancient Geograpoy of Asia, P. 27.)

তাহাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা যমুনার দক্ষিণতটে উপনীত হন। তাহার পর তাঁহারা শ্যামবট প্রাপ্ত হন, পুনরায় যমুনার তীরবর্ত্তী বনপথে যাইতে যাইতে প্রয়াগের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে চিত্রকূট পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন। ভরত অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া * ঐস্থানে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানটীর বর্ত্তমান নাম বিঠুর, ইহা কাণপুর সহরের দক্ষিণপশ্চিমে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। সেখান হইতে তাঁহারা অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন ও বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করেন। দণ্ডকারণ্য বর্ত্তমান জব্বলপুরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগ। তাহার পর তাঁহারা দণ্ডক কাননের সংলগ্ন জনস্থানে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। জনস্থানে বহুসংখ্যক তপস্বী ও ঋষির আশ্রম ছিল। তাহার পর তাঁহারা গোদাবরী-তীরস্থ রমণীয় পঞ্চবটী কাননে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া অনেক দিন বাস করিয়া ছিলেন। এই স্থানটী বোম্বে হইতে নাগপুর অভিমুখে যে রেলপথ আসিয়াছে, উহার নাসিক রোড্ ষ্টেসনের সন্নিহিত। এখানে একটী ক্ষুদ্রসহর আছে, উহার নাম নাসিক। এখানে রাবণকর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, তাঁহারা জনস্থান হইতে তিনক্রোশ দূরে ক্রৌঞ্চারণ্যে গমন করেন ও সেখানে অয়োমুখী নামক এক রাক্ষসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর চিত্রকুঞ্জবান পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া রাম কবন্ধকে সংহার করিয়াছিলেন। তাহার পর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পম্পা সরোবরে উপস্থিত হন। উহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। পম্পার পশ্চিমতীরে মাতঙ্গাশ্রম অবস্থিত ছিল, এখানে সিদ্ধশবরীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর বর্ষাগমে কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণ পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। উহার অনতিদূরে মাল্যবান পর্ব্বত অবস্থিত। দক্ষিণদিকে বহু নদী, দেশ ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় উপস্থিত হন।

অনুরূপ কবিতা।

ভবভূতির কবিতায় যে সকল ভাব অনুভূত হয়, তাহার অনুরূপ কোন কোন ভাব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কবিগণের গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী অনুরূপ কবিতা উদ্ধৃত হইল ;—

ভবভূতি।	কালিদাস।
স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।	নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তিবাচ্যং ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমাষ্টু মৈচ্ছৎ।

* এই বিবরণ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল।

<table>
<tr><td>আরাধনায় লোকস্ত
মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥
(উত্তর ।১।)</td><td>অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ ॥
(রঘুবংশ ১৪।৩৫)</td></tr>
<tr><td>গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু
নচ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥ (উত্তর ।৪।)</td><td>গুণৈর্হি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে
(রঘুবংশ ।৩।)</td></tr>
<tr><td>কলাশেষা মূর্ত্তিঃ শশিন ইব
নেত্রোৎসবকরী ।
(মালতী ।২।</td><td>পর্য্যায়-পীতস্ত সুরৈর্হিমাংশোঃ
কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ ॥
(রঘুবংশ ।৫।)</td></tr>
<tr><td>সন্তানবাহীন্যপি মানুষাণাং
দুঃখানি সদ্বন্ধুবিয়োগজানি ।
দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃসহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে ॥
(উত্তর ।৪।)</td><td>তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং
স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ ।
স্বজনস্ত হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥
(কুমার সম্ভব ৪।২৬)</td></tr>
<tr><td>যথেন্দাবানন্দং ব্রজতি
সমুপোঢ়ে কুমুদিনী ।
(উত্তর ।৫।)</td><td>অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী
মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা ।
(শকুন্তলা ।৪।)</td></tr>
<tr><td>মনোরথস্ত যদ্বীজং
তদ্দৈবেনাদিতো হৃতম্ ।
লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং
প্রসবস্তাগমঃ কুতঃ ॥
(উত্তর ।৫।)</td><td>মনোরথায় নাশংসে
কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা ।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো
দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে ॥
(শকুন্তলা ।৭।)</td></tr>
<tr><td>কটাক্ষৈর্নারীণাং
কুবলয়িতবাতায়নমিব ।
(মালতী ।২।)</td><td>কুবলয়িতগবাক্ষাং
লোচনৈরঙ্গনানাম্ ।
(রঘুবংশ ।১১।)</td></tr>
<tr><td>সৌন্দর্য্য-সার-সমুদায়-
নিকেতনং বা ।
(মালতী ।১।)</td><td>একস্থ সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ।
(কুমার সম্ভব ।১।)</td></tr>
<tr><td>তস্তাঃ স এব নিয়তমিন্দুসুধা
মৃণাল-জ্যোৎস্নাদিকারণ
মভূন্মদনশ্চ বেধাঃ ।
(মালতী ।১।)</td><td>অস্তাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতির
ভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ ।
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু
পুষ্পাকরঃ ॥</td></tr>
</table>

বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত-
কৌতূহলঃ।
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং
রূপং পুরাণো মুনিঃ ॥
(বিক্রমোর্ব্বশী)

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে
চৈতন্যমাহিতম্।
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজ্র-
কীলায়িতং স্থিরৈঃ ॥
(উত্তর।১।)

মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥
(রঘুবংশ ১৪।)
অথ মোহপরায়ণা সতী
বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রপিতাদয়িষ্যতা
নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্ ॥
(কুমার।৪।

ভবভূতি।
শরীরনির্ম্মাণসদৃশো নন্থ অস্য
অনুভাবঃ।
(বীর চরিত।১।)
ভিদ্যেত বা সদ্বৃত্তমীদৃশস্য নির্মাণস্য
(উত্তর।৪।)

শূদ্রক।
নহ্যাকৃতিঃ সুসদৃশং বিজহাতি
বৃত্তম্।
(মৃচ্ছকটীক।৯।)

ভবভূতি
বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥
(উত্তর।১।)
সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ
কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।
(উত্তর।২।)

ক্ষেমেন্দ্র *
কুসুমাৎ সুকুমারস্য
ক্রূরস্য ক্রকচাদপি।
কো জানাতি পরিচ্ছেদং
স্ত্রীণাং চিত্রস্য চেতসঃ ॥
(অবদানকল্পলতা।৮।৬৪।)
স্মরণং শ্রবণং বাপি দর্শনং বা
মহাত্মনাম্।
সেয়ং কুশলবল্লীনাং মহতী
ফলসন্ততিঃ ॥
(অবদানকল্পলতা ১০।১১।)

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈ

সত্তা সদসদোর্নাস্তি রাগঃ

* কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা নামক যে সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, উহা ১২০২ খৃঃঅব্দে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়।

দুঃখাগ্নপোহতি।	পশ্যতি রম্যতাম্।
ততস্তত্রপি দ্রব্যং যো হি যত্র	স তস্য ললিতো লোকে যো যস্য
প্রয়োজনঃ ॥	দয়িতো জনঃ ॥
(উত্তর ।৬।)	(অবদানকল্পলতা ১০।৯৯)
রাজ্যাপচারমন্তরেণ প্রজাসু	লোকঃ স্বখানি কিল পুণ্যফলানিভুঙ্ক্তে।
অকাল মৃত্যুর্ন চরতি।	হতো ন চেৎ
(উত্তর ।২।)	কুনৃপতেরবিনীতকার্য্যৈঃ ॥
	(অবদানকল্পলতা ।৯।৭২।)

বালরামায়ণ, অনর্ঘরাঘব প্রভৃতির অনেক শ্লোক ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তরচরিতের ভাব অবলম্বনে লিখিত। এইরূপ শ্লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এই সকল শ্লোক এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

ভবভূতির উপজীব্য গ্রন্থ।

বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ড হইতে বীরচরিতের ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতে বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ভবভূতি উত্তররামচরিত বিরচন করিয়াছেন। ভবভূতির সমসাময়িক কোন ঘটনা অবলম্বনে মালতীমাধব লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চদশবর্ষব্যাপিনী ঘটনা বীরচরিতের প্রথম অঙ্কে এক দিনে নিষ্পন্ন করাইতে যাইয়া ভবভূতি স্থানে স্থানে মূল ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। বিদেহরাজের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার ভ্রাতার বিশ্বামিত্রযজ্ঞে আগমন রামায়ণে বর্ণিত নাই। যজ্ঞমধ্যে সীতা ও রামের সমাগম ও পরস্পর প্রণয়সংক্রান্ত ব্যাপার ভবভূতির স্বরচিত। রাবণকর্তৃক প্রেরিত দূতের আগমন বর্ণন করিয়া ভবভূতি নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা কবির উদ্ভাবিত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঘটনা বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত আছে, কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে নিজভবনে দশরথের নিকট বরপ্রার্থনা করেন; কিন্তু ভবভূতি কৈকেয়ীর দোষক্ষালন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, শূর্পনখাই মন্থরার বেশে দশরথের নিকট গমন করেন ও একখানি পত্র দেখাইয়া বরদ্বয় যাচ্ঞা করেন। রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, রামের নির্ব্বাসন ব্যাপার অযোধ্যায় সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু ভবভূতি ঐ ব্যাপার মিথিলায় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, রামের নির্ব্বাসন কালে ভরত মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, দশরথের মৃত্যুর পর তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া রামের পাদুকা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, রামের অরণ্যগমনের পূর্ব্বেই ভরত অযোধ্যায় আগমন করেন ও রামের পাদুকা প্রাপ্ত হন। ভবভূতি বীরচরিতের ৫ম অঙ্কে বর্ণন করিয়াছেন, সুগ্রীবের সহ বালীর

সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং মাল্যবানের পরামর্শেই বালী রামের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করেন; ষষ্ঠ অঙ্কে ভবভূতি বর্ণন করিয়াছেন, রাম কুম্ভকর্ণের সৈন্যগণকে ভস্মীভূত করেন। এই সকল ঘটনা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। মেঘনাদের মৃত্যুও নূতন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্কের প্রধান প্রধান ঘটনা রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু ভবভূতি ঘটনাগুলি নূতন ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের আত্রেয়ীর উপাখ্যান ভবভূতির উদ্ভাবিত।

পঞ্চম অঙ্কে ভবভূতি অশ্বমেধীয় অশ্বের গমন বর্ণন করিয়াছেন। ঐ ঘটনা রামায়ণে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু সেখানে তুরঙ্গম রক্ষয়িতা লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের পুত্রের সৈন্যাধ্যক্ষত্ব অথবা লবের সহ যুদ্ধ সংঘটন রামায়ণে বর্ণিত নাই। সপ্তম অঙ্কে সীতার সহ রামের পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রামায়ণ বিরুদ্ধ। রামায়ণের মতে সীতা উপস্থিতজনগণ-সমক্ষে পাতালে প্রবেশ করেন।

ভবভূতির নাটকত্রয়ের কোন কোন অংশের সহিত অন্য কবির গ্রন্থের কোন কোন অংশের সৌসাদৃশ্য আছে। ঐরূপ কতিপয় স্থল নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বীরচরিত, ৭ম অঙ্ক, শেষদৃশ্য। — রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ আট অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। কিন্তু সেখানে আকাশ পথে সঞ্চরণ বর্ণিত নাই। কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে* আকাশপথে সঞ্চরণ বর্ণন করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের ২২শ সর্গ শ্লোক ২৪-২৮, ইহার সহিত ও ভবভূতির সৌসাদৃশ্য আছে।

উত্তর চরিত, ৫ম অঙ্ক। — এই স্থলে ভবভূতি চন্দ্রকেতুর সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, উহা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতে সংগৃহীত।

৬ষ্ঠ অঙ্ক। — আগ্নেয়, বারুণ ইত্যাদি অস্ত্রের প্রয়োগ ও সম্প্রহার কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ১৬শ সর্গের বর্ণনার সুসদৃশ।

মালতী মাধব, ২য় অঙ্ক। — বাসবদত্তার উপাখ্যানাংশ বৃহৎকথা হইতে সংগৃহীত।

৩য় অঙ্ক। — মালতীমাধবের ব্যাঘ্রযুদ্ধ, মৃচ্ছকটিকের দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত হস্তিবিদ্রাবণের অনুরূপ। এই ব্যাঘ্রযুদ্ধই মালতীর সহ মাধবের ও মদয়ন্তিকার সহ মকরন্দের বিবাহের প্রকারান্তরে সহায়তা করে।

৫ম অঙ্ক। — কন্যারত্ন উপহারপ্রদান ও বধ, দশকুমার চরিতের ৭ম আখ্যায়িকার অনুরূপ।

৮ম অঙ্ক। — মালতী ও মাধবের সমাগম, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সমাগমের অনুরূপ।

৯ম অঙ্ক। — বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কের অনুরূপ।

---

* ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥
(রঘু।১৩)

নাটকত্রয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ও আপেক্ষিক উৎকর্ষ্য।

বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব এই তিনখানি নাটকই যে এক কবির লেখনী-প্রসূত তাহাতে কোন সংশয় নাই। কতকগুলি শ্লোক এই তিনখানি নাটকেই অবিকল একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি শ্লোক দুই খানি নাটকে একভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে নির্ণীত হয়, বীরচরিত সর্ব্বপ্রথমে বিরচিত হইয়াছিল, তদনন্তর মালতীমাধব ও উত্তররামচরিত লিখিত হয়। উৎকর্ষানুসারে বিচার করিলে উত্তরচরিতকে সর্ব্বপ্রথম স্থান প্রদান করিতে হয়। মালতীমাধব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ভবভূতির মতে মালতীমাধবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ মালতীমাধবের ঘটনায় বিশেষ বৈচিত্র লক্ষিত হয়। উত্তরচরিত নাটকের ঘটনা অতি সামান্য, তাহাতে সবিশেষ বৈচিত্র নাই। কিন্তু ইহার বিষয়টী মনোহর, ভাষা মধুর ও ভাব উন্নত।

ভবভূতি বীরচরিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

মহাপুরুষসংরম্ভো যত্র গম্ভীরভীষণঃ।
প্রসন্নকর্কশা যত্র বিপুলার্থা চ ভারতী॥
অপ্রাকৃতেষু পাত্রেষু যত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ।
ভেদৈঃ সূক্ষ্মৈরভিব্যক্তৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে॥

(বীর। ১।)

এই বীরচরিত নাটকে মহাপুরুষগণের গম্ভীর ও ভীষণ কার্য্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে যে সকল বাক্ প্রযুক্ত হইয়াছে উহা স্থানে স্থানে প্রসাদগুণবিশিষ্ট কোথায়ও বা কর্কশ, এবং সর্ব্বত্রই অর্থগৌরবযুক্ত। ইহাতে মহাপুরুষগণের চরিত্রে বীররসের সূক্ষ্মতম ভেদসমূহ ও প্রকটিত হইয়াছে।

মালতী-মাধব সম্বন্ধে ভবভূতি লিখিয়াছেন, বিশাল বিশ্বমধ্যে যে সকল অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন বা উৎপন্ন হইবেন, তাঁহারাই কেবল মালতী-মাধবের যথার্থ ভাব গ্রহণ করিবার অধিকারী।

তিনি আরও লিখিয়াছেন;—

যদ্বেদাধ্যয়নং তথোপনিষদাং সাংখ্যস্য যোগস্য চ
জ্ঞানং তৎকথনেন কিং নহি ততঃ কশ্চিদ্ গুণো নাটকে।
যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ॥

(মালতী। ১।)

বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ ইত্যাদির অধ্যয়নজনিত জ্ঞান নাটকে প্রকাশ

করাইবার বিশেষ অবসর নাই। বাক্যের প্রৌঢ়ত্ব ও ঔদার্য্য এবং অর্থের গুরুত্ব ইহা যদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেই পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রতিপাদন হইতে পারে।

উত্তরচরিতে লিখিত আছে;—

যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্ বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযুজ্যতে॥

(উত্তর। ১।)

যে ব্রাহ্মণ ভবভূতিকে বাগ্‌দেবী-বশগা কামিনীর ন্যায় অনুসরণ করেন, তাঁহারই প্রণীত উত্তররামচরিত নাটক অদ্য অভিনীত হইতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভয়ানক রসের বর্ণনা অতিবিরল; কিন্তু ভবভূতি মালতীমাধবের পঞ্চম অঙ্কে পদ্মাবতীনগরীস্থিত শ্মশান বর্ণন করিতে যাইয়া, এই রসের যে প্রকার সমাবেশ করিয়াছেন, জগতের কোন কবিই বোধ হয়, এপর্য্যন্ত ঐরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই শ্মশানবর্ণনের কিয়দংশ নিম্নে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইল;—

ভবভূতির বর্ণিত শ্মশান।

মাধব। হায় সংপ্রতি প্রেতসমূহের ইতস্ততঃ সঞ্চরণবশতঃ শ্মশানভূমির কি মহা-ভীষণ ভাব হইয়াছে।

এখানে সীমানির্দ্দেশক সান্দ্র প্রাচীরের মধ্যে উদ্দীপ্ত চিতাগ্নির ঔজ্জ্বল্য চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার নিচয়কে ভীষণ ঘনীভূত করিতেছে। চপলক্রীড়ানিরত উদ্ধত কটপুতনা প্রভৃতি হর্ষবশতঃ কিল্ কিল্ :কোলাহল করিয়া ভয়ানক ধ্বনি উৎপাদন করিতেছে।

যাহা হউক চীৎকার করি। হে শ্মশানবাসিকটপূতনাগণ! শস্ত্রাঘাতশূন্য পুরুষের দেহবিচ্যুত এই অকৃত্রিম মহামাংস বিক্রীত হইতেছে, গ্রহণ কর গ্রহণ কর।

[পুনরায় নেপথ্য হইতে কল্ কল্ ধ্বনি উত্থিত হইল।]

মাধব। কি ভয়ানক! আমি চীৎকার করিতে না করিতেই ভূতগণের আবির্ভাবে শ্মশানভূমি ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িল। উহার সর্ব্বপ্রদেশে সহসা অস্থির বেতাল সমূহের তুমুল ও অব্যক্ত কল কল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য।

যাহাদের আকর্ণবিস্তৃত ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ের ব্যাদানে শ্মশানাগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, যাহাদের দুর্ব্বল ও দীর্ঘদেহের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর ও অপর অংশ অদৃশ্য রহিয়াছে, যাহাদের কেশ, নয়ন, ভ্রূ ও শ্মশ্রুজাল বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, বিশাল দন্তাগ্রভাগ বহিঃপ্রকাশিত হওয়ায় যাহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে, তাদৃশ নিয়ত ইতস্ততঃ ধাবনশীল অসংখ্য উল্কামুখের মুখসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

অপিচ।

নিশীথবিহারী প্রেতসকল আপন আপন মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট অর্দ্ধভুক্ত নরমাংসের দ্বারা

মাংস লোভে রোরুদ্যমান আরণ্য কুক্কুরদিগকে পরিপুষ্ট করিতেছে। খর্জ্জুর তরুর ন্যায় অস্থ্যাযুক্ত, কৃষ্ণত্বক্‌পরিব্যাপ্ত ও দৃঢ়াস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট প্রেত সকল জীর্ণকঙ্কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

[চতুর্দ্দিকে অবলোকন ও হাস্য করিয়া।]

অহো পিশাচদিগের কি ভীষণতা!

বিবর্ণ ও স্থূলদেহ পিশাচ সকল সুদীর্ঘ-জিহ্বাগ্র-পরিব্যাপ্ত উগ্র মুখবিবর ব্যাদান পূর্ব্বক চঞ্চল অজগর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ভীষণ কোটর বিশিষ্ট দগ্ধ ও পুরাতন রোহিণবৃক্ষের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে।

[কিঞ্চিৎ পদসঞ্চালন করিয়া।] অহো! সম্মুখে কি বীভৎস ঘটনা বর্ত্তমান।

দ্রুতগমনশীল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তনেত্র ও প্রকটিতদন্ত প্রেতাধম প্রথমে অস্থি হইতে চর্ম্ম নির্ভিন্ন ও ছিন্ন করিয়া অতি বিপুল উচ্ছোপে স্কন্ধ কটি পৃষ্ঠ ও জঘনাদিপ্রদেশের উচ্ছূন ও উৎকটদুর্গন্ধবিশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতেছে; অনন্তর শবকপাল অঙ্কপ্রদেশে আনয়ন পূর্ব্বক অস্থিস্থিত নিম্নোন্নত বিষম স্থানের মাংস ও অনাকুল হইয়া গ্রাস করিতেছে।

অপিচ।

অগ্নির ঈষৎসংযোগে শবদেহসমূহ রক্ত ও মেদ ক্ষরণ করিতেছে, এবং পিশাচগণ ধূমসংসক্ত শবদেহ সমূহকে চিতাস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক উহাদের সন্ধিপরিযুক্ত জঙ্ঘাস্থি হইতে মাংসাবরণ ছিন্ন করিয়া মজ্জাসকল পান করিতেছে।

[ঈষৎ হাস্য করিয়া।]

অহো! এখানে পিশাচরমণীগণের কি বীভৎস সাক্ষা আমোদ!

প্রেতোক্ত পিশাচাঙ্গনা স্বীয় কান্তের সহিত মিলিত হইয়া শবদেহের অঙ্গসমূহদ্বারা কঙ্কন, হস্তাঙ্গুলি দ্বারা কর্ণভূষণ, হৃৎপদ্ম দ্বারা মালা ও শোণিতপঙ্কদ্বারা কুঙ্কুম বিরচন করিয়া স্বীয় দেহ বিভূষিত করিতেছে, ও প্রীতি সহকারে কপালরূপপানপাত্রে মজ্জামদ্য পান করিতেছে।

[কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া "শস্ত্রাঘাতশূন্য" ইত্যাদি পুনরুচ্চারণ করিয়া।]

একি! অতিপ্রশান্ত ও ভীষণ বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক পিশাচগণ সহসা অপগত হইল। অহো! বুঝিলাম পিশাচগণের কোন যথার্থ সত্তা নাই।

[আর ও কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ও সমস্ত দেখিয়া বৈরাগ্য প্রকাশ পূর্ব্বক।] হায়! শ্মশানভূমির সর্ব্বদিক্‌ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। দেখিতেছি আমার পুরোভাগেই শ্মশানপ্রান্তে নদী প্রবাহিত হইতেছে। বৃক্ষকুটীরের অভ্যন্তরস্থিত গুন গুন কারী পেচকসমূহের ঘুৎকার ও রোরুদ্যমান শৃগাল সমূহের ঝাংকার শব্দ দ্বারা নদীতীর পরিপূরিত ও ভীষণ হইয়াছে। জলমধ্যে পতিত শীর্ণ শবকপালসমূহ ভগ্নপ্রস্তরসমূহের ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়া সন্তরণশীল লোকদিগকে প্রতিরোধ পূর্ব্বক কূলবিদারক স্রোতের সংসর্গে ঘোর ঘর্ঘরশব্দ উৎপাদন করিতেছে।

ভবভূতির কাব্য-রচনাকৌশল।

বাক্যের প্রৌঢ়ত্ব ও ভাবের ঔন্নত্য এই দুই বিষয়ে ভবভূতি জগতে অতুলনীয়। সংস্কৃত ভাষার উপর তিনি যেরূপ অখণ্ড প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন অপর কোন কবি বা দার্শনিকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যে শব্দের যেখানে সন্নিবেশ হওয়া উচিত তিনি সেই শব্দ সেই স্থানে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাহার সমাবেশ কৌশলে শব্দসমূহ আশ্চর্য্যশক্তি সমন্বিত হইয়া তাঁহার কাব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠনিসৃত কবিতাপ্রবাহ কোথায়ও স্খলিতগতি হয় নাই। স্থানে স্থানে নূতনভাবের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিতার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে কিন্তু এইরূপ গতিপরিবর্ত্তনে কাব্যের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন;—

রঘুজনক গৃহেষু গর্ভভরূপ
ব্যতিকর মঙ্গলবৃদ্ধয়োঽনুভূতাঃ।
ভৃগুপতিদমন ইত্যর্দ্ধোক্তে। বিরম্য।
ভৃগুপতিবিদিতোন্নতিং চ বৎসং
প্রিয়মভিনন্দ্য সুখীগৃহানুপেয়াম্॥

(বীরচরিত। ৪।)

আমরা রঘুনন্দন ও জনককন্যাগণের বিবাহমঙ্গল দর্শন করিয়াছি ইদানিং ভৃগুপতি-দমন [বিরত হইয়া] ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি রামচন্দ্রকে দেখিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।

এস্থলে বিশ্বাহিত্র "ভৃগুপতিদমন', এই বিশেষণ উচ্চারণ করিতে না করিতেই পাছে পরশুরাম ক্রোধান্বিত হন এই বিবেচনা করিয়া ক্ষণকাল বিরত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে " ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি " এই নূতন বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বামিত্র পরশুরামের সমক্ষে রামচন্দ্রকে "ভৃগুপতিদমন" বা ভার্গববিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কিয়ৎকাল পরে "ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি" অর্থাৎ পরশুরাম যাঁহার মাহাত্ম্য বিদিত আছেন এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত করিয়া পরশুরামের ক্রোধ নিবারণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে "ভৃগুপতিদমন" বিশেষণ স্থলে "ভৃগুপতিবিদিতোন্নতি" বিশেষণ সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি অনন্য সাধারণ বাক্‌শক্তি ও আশ্চর্য্য বিচারকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন অথচ তাঁহার কবিতা ছন্দোভঙ্গদোষে দূষিত হয় নাই।

বীরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কে মাল্যবান্ রাবণের ক্ষমতা বর্ণন করিতে যাইয়া বলিতেছেন:—

দুর্গোঽয়ং চিত্রকূটস্তদুপরি নগরং সপ্তধাতুপ্রকার
প্রাকারং দুস্তরৈষা নিরবধিপরিখাপ্যব্ধিরভ্রংকষোর্ম্মিঃ।
দোর্দণ্ডা এব দৃপ্যাদ্রিপুদলমহাসত্রদীক্ষাঃ প্রতীক্ষ্যা
রক্ষোনাথস্য (বামাক্ষিস্পন্দনং সূচয়ন্ সব্যথম্)—
কিং নো বিধিরিহ বচনেঽপ্যক্ষমো দুর্বিপাকঃ॥

(বীর।৬।)

চিত্রকূট পর্ব্বত দুর্গম। এই পর্ব্বতের উপর সপ্তধাতুনির্ম্মিত প্রাকারযুক্ত নগর অবস্থিত। গগনস্পর্শী তরঙ্গমালা বিশিষ্ট জলধি এই নগরকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। নগরের পরিখা সমূহ অতীব দুস্তর। এই সকলেরই বা প্রয়োজন কি! রক্ষোনাথের পূজনীয় ভুজসমূহই বৃথাবিপুগণের সংহাররূপ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। তদনন্তর বাম-নেত্রস্পন্দন সূচিত করিয়া অতিকষ্টে মাল্যবান্ বলিলেন, অথবা এই সকল শ্লাঘাপূর্ণ বাক্য শ্রবণান্তর বিধি আমাদিগের কি দুষ্পরিণাম সংঘটন করিবেন বলা যায় না।

এইস্থলে লঙ্কানগরীর নিরাপদ অবস্থা ও রাবণের অসামান্য ভুজবল বর্ণন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। শ্লোকের প্রথম তিন চরণে যে ভাব প্রকাশিত ছিল চতুর্থ চরণে হঠাৎ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব নিহিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে শ্লোকের বেগবত্তা ও সামর্থ্যের হানি হয় নাই। এইরূপ ইচ্ছানুসারে শ্লোকের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া কবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে বাসন্তী বলিতেছেন :—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥

(উত্তর।৩।)

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার চক্ষুর কৌমুদী ও অঙ্গে অমৃতলেপ স্বরূপ। এই প্রকারে বহুবিধ চাটুবাক্য দ্বারা প্রীত করিয়া পরিশেষে সেই সরলহৃদয়া সীতাকেই............অথবা আমার আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

রামচন্দ্র সীতাকে কিরূপ ভালবাসিতেন বাসন্তী তাহাই প্রথমে সবিস্তর বর্ণন করিলেন। পরিশেষে সেই সীতাকে রামচন্দ্র অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন এইরূপ বলিতে যাইতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ বাসন্তীর বাক্যনিবৃত্তি ও মোহ উপস্থিত হইল। যে সীতা রামচন্দ্রের সর্ব্বাধিক প্রেমাস্পদ ছিলেন তিনিই আবার রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছেন এই সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে পাঠকের মনে যতদূর আক্ষেপ হইত "সেই সীতাকে রামচন্দ্র অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন" এই অংশ অপ্রকাশ রাখিয়া কবি তদপেক্ষা অধিকতর আক্ষেপ উৎপাদন করিয়াছেন। ভবভূতির এবম্প্রকার অসাধারণ রচনাকৌশল অবলোকন করিয়া মনে হয় তিনি বৃথা গর্ব্বিত ছিলেন না, বাগ্‌দেবী যথার্থই বশগা কামিনীর ন্যায় * তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন।

---

* যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযুজ্যতে॥
(উত্তর। ১।)

দৃশ্যকাব্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে যে সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ভবভূতির নাটকে তাহা পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার গ্রন্থে নাটকীয় বস্তুর আশ্চর্য্য সন্নিবেশ-কৌশল দেখিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তিনি নাটকপ্রণেতৃগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় বনদেবতা নেপথ্য হইতে বলিতেছেন "স্বগেতং তপোধনায়াঃ"। তাপসীর শুভাগমন হউক। বনদেবতার বাক্যদ্বারা অধ্বগবেশা তাপসী আত্রেয়ীর আগমন সূচিত হইয়াছে। রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যবনিকার মধ্য হইতে কোন নাটকীয় ব্যক্তি যদি বিষয়-বিশেষ সূচিত করিয়া দেন তাহাহইলে ঐ সূচনক্রিয়াকে নাটকীয় পরিভাষায় চূলিকা বলা যায়। এখানে তাপসীর আগমন-সূচক বনদেবতার বাক্যটী চূলিকার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বীরচরিতের ৪র্থ অঙ্কের প্রারম্ভেও ভবভূতি এই চূলিকার ব্যবহার করিয়াছেন। *

উত্তরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের একস্থানে রামচন্দ্র লবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কে? রামচন্দ্রের প্রশ্ন সমাপ্ত হইবা মাত্র নেপথ্য হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারিত হইল;—

ভাণ্ডায়ন ভাণ্ডায়ন
আয়ুষ্মতঃ কিল লবস্য নরেন্দ্রসৈন্যৈ
রাযোধনং ননু কিমাৎথ সখে তথেতি।
অদ্যাস্তমেতু ভুবনেষধিরাজশব্দঃ
ক্ষত্রস্য শস্ত্রশিখিনঃ শমমদ্য যান্তু।

(উত্তর।৬।)

হে ভাণ্ডায়ন, রাজসৈন্যগণের সহিত আয়ুষ্মান লবের যুদ্ধ আরদ্ধ হইয়াছে তুমি কি এইকথা বলিতেছ? যদি যুদ্ধ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাহইলে অদ্য জগতে সম্রাট্ সংজ্ঞা অস্তগত হউক এবং ক্ষত্রিয় জাতির শস্ত্রাগ্নি নির্ব্বাণলাভ করুক।

রামচন্দ্র লবের নিকট যাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই কুশই ভাণ্ডায়নেরসহ কথোপকথনচ্ছলে অকস্মাৎ রঙ্গদর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভবভূতি রঙ্গভূমিতে ভাণ্ডায়নের প্রবেশ পরিহার করিবার জন্য তাঁহার বাক্য আকাশ-বচনদ্বারা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন রাজসৈন্যগণের সহ লবের যুদ্ধ ঘটিয়াছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর করিবার নিমিত্ত ভাণ্ডায়নকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া বলিতে হইত "যথার্থই যুদ্ধ ঘটিয়াছে"। কিন্তু এই একটি মাত্র কথা বলিবার জন্য ভাণ্ডায়নকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে নাটকীয় ব্যক্তিগণের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হইয়া পড়ে এই আশঙ্কা করিয়া কবি ভাণ্ডায়নের বাক্য আকাশবাণী দ্বারা প্রকাশ করিয়া তাঁহার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পরিহার করিয়াছেন। যদিও ভাণ্ডায়ন রঙ্গভূমিতে বিদ্যমান নাই তথাপি কুশশূন্য হইতে শুনিতে

* অন্তর্যবনিকাস্থৈর্নেলশ্চিকার্থস্য সূচনম্।

পাইলেন "যথার্থ ই যুদ্ধ ঘটিয়াছে"। এই রূপে কৌশল পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বাক্য শূন্যে আরোপ করার নাম আকাশভাষিত। *

উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায় রামচন্দ্র সীতাকে অরণ্যে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন এবং সীতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরহ কিরূপে সহ্য করিবেন এইরূপ চিন্তায় অনুক্ষণ আকুল আছেন এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া তাঁহাকে সহসা নিবেদন করিল "দেব উপস্থিদো," হে দেব উপস্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র অবিরত সীতার বিরহের বিষয় ভাবিতেছিলেন অতএব "উপস্থিত হইয়াছে" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল বিরহই উপস্থিত হইয়াছে। পরে যখন তিনি প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অস্তি কঃ?" ওহে কে উপস্থিত হইয়াছে? তখন জানিলেন পুর ও জনপদসমূহ হইতে সংবাদ লইয়া দুর্ম্মুখনামক দূত উপস্থিত হইয়াছে। সীতার সম্বন্ধে প্রজাবর্গের মন্তব্য কিরূপ ইহাই জানিবার জন্য রাম দুর্ম্মুখকে রাজ্যমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন সুতরাং দুর্ম্মুখের আগমন সীতার বনগমনব্যাপারের বিরুদ্ধ নহে। রামচন্দ্র সীতার দোহদ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে, বনে পাঠাইতেছিলেন এমন সময় দুর্ম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম যে বিষয় অবিশ্রান্ত চিন্তা করিতেছিলেন দুর্ম্মুখ আসিয়া তাঁহাকে উহার সদৃশ বিষয়ের কথাই বলিল। কিন্তু দুর্ম্মুখের আগমন ভবভূতি এমন ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন যাহাতে উহা অত্যন্ত অতর্কিত বলিয়া বোধ হইল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে ত্যাগ করিবার জন্য যে রথাদি সজ্জিত করিতেছিলেন উহার সহিত দুর্ম্মুখের আগমনের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া কবি নাটকীয় অংশবিশেষের সংযোজন-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই প্রকার কৌশলকে নাটকীয় পরিভাষায় গণ্ড বলে। উদ্ধৃত স্থলটী গণ্ডের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। †

---

* কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ।
শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্॥
(দশরূপক)

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ৩য় অঙ্কে আকাশভাষিতের উদাহরণ যথা :—
প্রিয়ংবদে কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি
নীয়ন্তে। (আকর্ণ্য) কিং ব্রবীষি আতপলঙ্ঘনাদ্ বলবদস্বস্থা শকুন্তলা।
(অভিজ্ঞান শকুন্তল ৩য়)

† গণ্ডং প্রস্তুতসংবন্ধি ভিন্নার্থং সত্বরং বচঃ। (সাহিত্য দর্পণ।)
বেণীসংহার নাটকে গণ্ডের আর একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় ;—
রাজা। অধ্যাসিতুং তব চিরাজ্জঘনস্থলস্য।
পর্য্যাপ্তমেব করভোরু মমোরুযুগ্মম্॥
অনন্তরং প্রবিশ্য কঞ্চুকী—দেব ভগ্নং ভগ্নম্ ইত্যাদি।
(বেণীসংহার)

মালতীমাধব প্রকরণের ৩য় অঙ্কের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, মাধব ব্যাঘ্রযুদ্ধে অহত হইয়া কামন্দকীকে বলিতেছেন " ভগবতি মাং পরিত্রায়স্ব," ভগবতি আমাকে রক্ষা করুন। কামন্দকী বলিতেছেন "অতিকাতরোঽসি তদেহি তাবৎ পশ্যামঃ"। বৎস তুমি অতি কাতর হইয়াছ অতএব এখানে আগমন কর আমরা দেখি। এইরূপ কথোপকথনেই ৩য় অঙ্কের সমাপ্তি হইল। ৪র্থ অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় মদয়ন্তিকা, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা শোকাকুল হইয়া কামন্দকীর সমীপে নিবেদন করিতেছেন "ভগবতি মহাভাগ মাধবকে রক্ষা করুন"। এখানে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ৩য় অঙ্কের শেষভাগে কামন্দকী ও মাধব ঐ অঙ্কের সহিত পরবর্ত্তী অঙ্কের সম্বন্ধ সূচিত করিয়া রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে যেস্থানে অঙ্কের অন্তভাগে নটগণ ছিন্নাঙ্কের প্রয়োজন সূচিত করিয়া দেয় উহাকে নাট্যকারগণ অঙ্কাস্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ধৃতস্থলে ভবভূতি অঙ্কাস্যের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন।*

নাট্যসূত্রকারগণ রঙ্গভূমিতে যুদ্ধের অভিনয় নিষেধ করিয়াছেন এই হেতু ভবভূতির উত্তরচরিতে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর মুখে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। †

ভবভূতির উত্তরচরিত গ্রন্থ স্বয়ং একখানি নাটক, ইহার ৭ম অঙ্কে কবি আর একখানি নাটকের অভিনয় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। নিরপরাধা সীতাকে অরণ্যে ত্যাগ করা ঘোর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, রঙ্গপ্রেক্ষকগণের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস উৎপাদনই দ্বিতীয় অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এস্থলে ভবভূতি যে কৌশল অবলম্বন করিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে তাঁহাদের অন্যায্যানুষ্ঠান বোঝাইয়া দিয়াছিলেন, অবিকল ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য কবি সেক্‌সপীয়র হ্যামলেটের খুল্লতাতের হৃদয়ে তীব্র অনুতাপ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভবভূতি নাটকের অন্তভাগে রাম সীতা, লব কুশ প্রভৃতির মিলন সংঘটন করিয়া দ্বিতীয় অভিনয়ের সমধিক সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই মিলন সংসাধিত না হইলে উত্তরচরিতের ঘটনা শোকাবহ ব্যাপার মাত্রে পর্য্যবসিত হইত এবং উত্তরচরিত গ্রন্থ নাটক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইতে পারিত না।

ভবভূতি স্থলবিশেষে যে সকল বিদ্রূপবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও তাঁহার লেখার গুণে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। উত্তরচরিতের ৫ম অঙ্কে লব চন্দ্রকেতুকে বলিতেছেন :—

বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয়চরিতাস্তিষ্ঠন্তু কিং বর্ণ্যতে
সুন্দস্ত্রীদমনেঽপ্যখণ্ডযশসো লোকে মহান্তো হি তে।

---

* অঙ্কান্তপাত্রৈরঙ্কাস্যং ছিন্নাঙ্কস্যার্থসূচনাৎ।
(সাহিত্য দর্পণ)

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥
(সাহিত্য দর্পণ)

যানি ত্রীণ্যকুতোমুখান্যপি পদান্যাসন্ খরায়োধনে
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ ॥

(উত্তর ৫।)

কে চন্দ্রকেতু রঘুপতির মহিমা কে না জানে? তাঁহারা প্রাচীন, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র সমালোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা থাকুন তাঁহাদের চরিত্র বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। তাড়কাকে দমন করিয়াও তাঁহারা স্ত্রীবধ জনিত পাপে কলঙ্কিত হন নাই পরন্তু ভুবনে তাঁহাদের যশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাঁহারাই প্রধান লোক বলিয়া পরিচিত। খর ও দূষণের সহ যুদ্ধকালে তিনি যে ত্রিপাদভূমি পশ্চাদ্ভাগে বিচলিত হন নাই এবং বালীবধ কালে তিনি যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও সকলেই জানে।*

ভবভূতি স্বীয় নাটকের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। কোথায়ও বীর, কোথায়ও করুণ, এবং কোথায়ও বা বীভৎস প্রভৃতি রস সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁহার নাটকত্রয় রসদর্শকগণের সবিশেষ আস্বাদ্যমান হইয়াছিল। পাঠক ও শ্রোতৃগণ তাঁহার কাব্যে বিভিন্নরস আস্বাদন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বীর রসের উদাহরণ স্বরূপে বীরচরিতের ২য় অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত স্থলটী উদ্ধৃত হইল :—

কৈলাসোদ্ধারসারত্রিভুবনবিজয়োর্জ্জিতানিষ্কানদোষ্কঃ
পৌলস্ত্যোঽপি হেলোপহৃতরণমদো দুর্দমঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ ।
যস্য ক্রোধাৎ কুঠারপ্রবিঘটিতমহাস্কন্ধবন্ধৈকবীর্য্যো
দোঃশাখাদণ্ডখণ্ডস্তরুরিব বিহিতঃ কুণ্ঠকন্দঃ পুরাভূৎ ॥
সোঽয়ং ত্রিঃসপ্তবারানবিকলবিহতক্ষত্রতন্ত্রপ্রসারো
বীরঃ ক্রৌঞ্চস্য ভেত্তা কৃতধরণিতলাপূর্ব্বহংসাবতারঃ ।
জেতা হেরম্বভৃঙ্গিপ্রমুখগণচমূচক্রিণস্তারকারেঃ
স্বাং পৃচ্ছন্ জামদগ্ন্যঃ স্বগুরুহরধনুর্ভঙ্গরোষাদুপৈতি ॥

(বীর ২।)

ভুজসমূহ দ্বারা অনায়াসে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তোলন ও ত্রিভুবনের বিজয় সাধন করিয়া যিনি অবহেলাক্রমে রাবণের রণমদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন সেই দুর্দ্দম কার্ত্তবীর্য্য পুরাকালে যাঁহার ক্রোধে প্রেরিত কুঠারের আঘাতে স্কন্ধ, বাহু ও মস্তকবিহীন হইয়া মূলাবশেষ বৃক্ষের ন্যায় অস্থিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন, যিনি একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়জাতির প্রসার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারিত করিয়া যিনি ধরণীতলে অপূর্ব্ব

---

* তং পিতরং সংক্রুদ্ধং কৃতাজ্ঞো রঘুসত্তমম্ ।
পাশপদং ভিন্নপদং কিঞ্চিদুচিতবিক্রমঃ ॥

(রামায়ণম্)

হংসগণের আগমন দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হেরম্বভৃঙ্গি প্রমুখসেনামণ্ডলপরিশোভিত কার্ত্তিকেয় যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন সেই বীর জামদগ্ন্য স্বগুরু মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ-জনিত ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া রামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে উপস্থিত হইতেছেন।

করুণরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উত্তরচরিতের ৩য় অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

হাহা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

(উত্তর।৩।)

রাম সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

হা দেবি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহবন্ধন শিথিল হইল, জগৎ শূন্য দেখিতেছি, অন্তঃকরণে অবিরত দাহ অনুভব করিতেছি, শোকাভিভূত অন্তরাত্মা নিরতিশয় অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিগাঢ় অন্ধকারেই যেন নিমগ্ন হইতেছে, মোহ চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থসমূহকে আবৃত করিতেছে। এবম্প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া এই হতভাগ্য কিরূপে জীবনধারণ করিবে।

শৃঙ্গার রসের উদাহরণ স্বরূপে মালতীমাধবের ৮ম অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

দগ্ধং চিরায় মলয়ানিলচন্দ্রপাদৈঃ
নির্ব্বাপিতন্তু পরিরভ্য বপুর্ন নাম।
আমত্তকোকিলরুতব্যথিতা তু হৃদ্যা
মদ্য শ্রুতিঃ পিবতু কিন্নরকণ্ঠি বাচম্॥

মাধব মালতীকে বলিতেছেন :—

বহুদিন পর্য্যন্ত মলয়ানিল ও চন্দ্রকিরণ দ্বারা দগ্ধ আমার এই দেহ তুমি আলিঙ্গন করিয়া নির্ব্বাপিত কর নাই। হে কিন্নরকণ্ঠি মালতি আমত্ত কোকিলের রব শ্রবণ করিয়া আমার যে শ্রবণেন্দ্রিয় উপতপ্ত হইয়াছে অদ্য সেই শ্রবণেন্দ্রিয় তোমার কণ্ঠনিঃসৃত হৃদয়সন্তর্পণ বাক্য পান করুক।

নিম্নে স্বভাবোক্তির একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল :—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি॥

(উত্তর।৩।)

পূর্ব্বে যেখানে নদী ছিল এখন সেখানে কান্তার; পূর্ব্বে যেখানে নিবিড় বৃক্ষরাজী বিদ্যমান ছিল, এখন সেখানে বৃক্ষের বিরল সন্নিবেশ দৃষ্ট হইতেছে; আবার যেখানে পূর্ব্বে বৃক্ষের বিরলভাব ছিল এখন সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজী বিরাজমান; বহুকাল পরে দৃষ্ট হওয়ায় এই বন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে; কেবল এখানকার পর্ব্বতসমূহ সেই এই বন এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতেছে।

ভবভূতি সরলভাষায় ও সুমধুর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। নিম্নে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল উহাতে অনুপ্রাস অলঙ্কার ও প্রসাদগুণ উভয়ই বর্ত্তমান আছে:—

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

(মালতী ৫।)

তুই কেন আজ সংসারকে অসার করিয়া ত্রিভুবন হইতে মালতীরত্ন অপহরণ করিতে উদ্যোগ করিতেছিস্। মালতীর অভাবে লোক আলোকশূন্য হইবে, বন্ধুজন মৃত্যুর আশ্রয় লইবেন, কন্দর্পের দর্প বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, লোকের চক্ষুঃ বিফলনির্ম্মাণ হইবে, বস্তুতঃ নিখিল জগৎ জীর্ণারণ্যে পরিণত হইবে।

রাম কিরূপ দুঃসহ শোক ভোগ করিতেছিলেন তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া ভবভূতি লিখিয়াছেন।

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো * রামস্য করুণো রসঃ॥

(উত্তর ।২।)

রুদ্ধমুখ পাত্রের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত কুষ্মাণ্ডাদি দ্রব্য যেরূপ অন্তঃপাক প্রাপ্ত হয় অথচ বহির্দগ্ধ হয় না, সেইরূপ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রামকে ত্যাগ করে নাই বলিয়া তিনি অন্তরে গূঢ়ভাবে যে ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন বাহিরে তাহার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই।

যাঁহাদের অপত্য জন্মিয়াছে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ভবভূতি নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতিবধ্যতে॥

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই তুল্যরূপ স্নেহভাজন বলিয়া জাত অপত্য উভয়েরই অন্তঃকরণকে এক আনন্দ গ্রন্থিদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে।

---

* পুটপাকঃ—বহির্মৃদাদিলিপ্তস্য অন্তঃস্থস্য কুষ্মাণ্ডস্য পাকঃ।

মালতী ও মাধবের বিরহ কালে কামন্দকী একটী মাত্র শ্লোকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন ;—

কাম। প্রিয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা
সর্ব্বে কামাঃ শেবধির্জ্জীবিতঞ্চ।
স্ত্রীণাং ভর্ত্তা ধর্ম্মদারাশ্চ পুংসাম্
ইত্যন্যোন্যং বৎসয়ো র্জ্ঞাতমস্তু॥
(মালতী।৬।)

বৎসদ্বয়, তোমাদের জানা থাকুক যে স্ত্রীর পক্ষে স্বামী ও পুরুষের পক্ষে স্ত্রী প্রিয়তম মিত্র, সমগ্র বন্ধুতা, সমস্ত আশা ভরসা সর্ব্ব রত্ন, এমনকি একের জীবন অন্যের সাপেক্ষ।

আলঙ্কারিকগণ ভবভূতির কাব্যে স্থানে স্থানে দোষও আবিষ্কার করিয়াছেন। বীরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে পরশুরাম ও রামচন্দ্রের পরস্পর যুদ্ধালাপ চলিতেছে, পরশুরাম রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন ইত্যবসরে কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল "রাজন! কঙ্কণমোচনের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করুন"। পরশুরামের অনুমতি লইয়া রামচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট এইরূপ স্থলকে অকাণ্ডচ্ছেদ নামক দোষের উদাহরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *

সংস্কৃতসাহিত্যে ভবভূতির কাব্য যে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাঁহার ভাষা পারিপাট্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কাব্য হইতে সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। ভূবৃত্তান্বেষিগণ তাঁহার তিনখান নাটকেই প্রাচীন ভারতের অনেক দেশ, নগর, নদী ও পর্ব্বতের অবস্থান জানিতে পারিবেন। বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় নিপতিত হইলে নরনারীর চিত্তে যে সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহা তাঁহার কাব্যে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে কেবল করুণরসের বর্ণনদ্বারা লোকহৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছেন এরূপ নহে, প্রকৃতির ভীষণ ও রুক্ষমূর্ত্তিও মনোরম ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পাঠকবর্গের চিত্তে একাগ্রতা উৎপাদন করিয়াছেন। রামের বিলাপ শ্রবণ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আন্তরিক প্রেম উদারবাক্যে কিরূপে প্রকাশ করিতে হয় ইহা শিক্ষা করিয়া প্রণয়িগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন। সংসার বিরক্ত লোকসমূহ তাঁহার বাক্যে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন। কালের সর্ব্বসংহারিণী শক্তি ব্যর্থ করিয়া ভবভূতির কাব্যত্রয় আজিও বিদ্যমান আছে এবং যতদিন জগতে সংস্কৃত ভাষার সমাদর থাকিবে ততদিন তাঁহার কাব্য কোন ক্রমেই বিলুপ্ত হইবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলী

---

* প্রবিশ্য কঞ্চুকী।
দেব্যঃ কঙ্কণমোক্ষণায় মিলিতা রাজন্! বরঃ প্রেষ্যতাম্॥
রামঃ। এবম্। (বীর।২।)

ভবভূতির প্রতি সমুচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের মতে মালতীমাধব নাটক অনুপম। শ্রীযুক্ত উইল্‌সন সাহেব ভবভূতির কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব বলেন ওজোগুণের বর্ণনায় ভবভূতি হিন্দুকবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।

কালিদাস ও ভবভূতির তুলনা।

বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সকল নাটাকারের প্রশংসা সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে তাঁহাদিগের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই কবির আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে চিরদিনই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই প্রথম শ্রেণীর কবি এবং উভয়েই লিপিকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কালিদাসের কল্পনা অনন্ত, চিত্তবৃত্তি-বর্ণনায় ভবভূতির সমকক্ষ কেহ নাই। কালিদাসের রচনা-প্রণালী সরল ও আড়ম্বর বর্জ্জিত, ভবভূতির লেখনভঙ্গী বিস্তৃতিপূর্ণ ও দীর্ঘসমাস বহুল। কালিদাসের ভাষা মৃদু ও কোমল, ভবভূতির ভাষা সতেজ ও উদাত্ত। কালিদাসের নাটকে যে ব্যক্তিগণের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই আদর্শজগতের লোক, এই পৃথিবীতে তাঁহারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে বিচরণ করেন নাই। কিন্তু ভবভূতি যে সকল মানবের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারা যথার্থই এই পৃথিবীর লোক, মনুষ্য সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সভ্যতা ইত্যাদি সমুদায়ই তাঁহাদের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আদিরসবর্ণনে কালিদাস অদ্বিতীয়, বীর ও করুণরসবর্ণনে ভবভূতির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন "কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে।" করুণরস প্রকৃত প্রস্তাবে ভবভূতিই বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা আর ও বলিয়াছেন "উত্তরে রামচরিতে ভবভূতি র্বিশিষ্যতে।" উত্তররামচরিতপ্রণেতা ভবভূতি কালিদাসকেও অতিক্রম করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

> ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি।
> এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা॥
>
> (আর্য্যাসপ্তশতী)

অধিক কি বলিব ভবভূতির করুণরস আস্বাদন করিয়া প্রস্তরও রোদন করে।

কালিদাস লক্ষ্য ও ব্যঙ্গার্থদ্বারা রস অভিব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু ভবভূতির কাব্যে বাচ্যার্থেই রস প্রকটিত হইয়াছে। কালিদাস রসের সূচনামাত্র করিয়াছেন কিন্তু ভবভূতি উহা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ৩য় অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই মদনবাণাহত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া সহর্ষে বলিতেছেন :—

অয়ে লব্ধনির্ব্বাণম্। এষাসৌ মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা সখিভ্যামন্বাস্যতে।

অয়ে, চক্ষুর পরিতৃপ্তি লাভ হইল, এই আমার মনোরথপ্রিয়তমা শকুন্তলা পুষ্পময় শিলাতলে শয়ন করিয়া আছেন এবং সখীদ্বয় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে।

এই দৃশ্যের সহিত ভবভূতি প্রণীত মালতী মাধবের ৩য় অঙ্কে মালতীকে দেখিয়া মাধবের যে অবস্থা হইয়াছে তাহার তুলনা করা যাউক। মাধব বলিতেছেন :—

অবিরলমিব দাম্না পৌণ্ডরীকেন নদ্ধঃ
স্নপিত ইবচ দুগ্ধস্রোতসা নির্ভরেণ।
কবলিত ইব কৃৎস্নশ্চক্ষুষা স্ফারিতেন
প্রসভমমৃতবর্ষেণেব সান্দ্রেণ সিক্তঃ॥

(মাল।৩।)

যেন আমি পদ্মদলে অবিরল বদ্ধ হইয়াছি, নিরতিশয় দুগ্ধ স্রোতেই যেন আমি স্নান করিলাম, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুদ্বারা মালতী যেন আমাকে নিরবশেষ রূপে গ্রাস করিলেন, ঘন অমৃত বৃষ্টিদ্বারাই যেন আমি বেগে অভিষিক্ত হইলাম।

শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কিরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা কালিদাস স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলেন নাই, ‘নেত্রনির্ব্বাণ’ এই কথা দ্বারাই দুষ্মন্তের আন্তরিক ভাব অনুমান করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু মালতীকে দেখিয়া মাধবের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ভবভূতি সতেজ ভাষায় ঐ অবস্থা আমাদের নেত্রপথে উপস্থিত করিয়াছেন। কমলদলে আবৃত হইলে যে অবস্থা ঘটে উহা প্রত্যক্ষযোগ্য।

ভবভূতির শব্দতত্ত্ব।

ভবভূতি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন উহার পরীক্ষা দ্বারা অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় তিনি অমরকোষ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অমরসিংহ অস্থি, রক্ত, বৃক্ষ ক্রকচ ইত্যাদি অর্থবাচক যতগুলি পর্য্যায়শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, ভবভূতির কাব্যে তাহার সমস্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু ভবভূতি এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা অমরকোষে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অমরকোষে যে সকল শব্দের উল্লেখ নাই অথচ ভবভূতির কাব্যে যাহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ কয়েকটী শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
আকূত	অভিপ্রায়	উত্তর। ৫।
উৎপীড়	বৃদ্ধি	উত্তর। ৩।
কুট্টাক	ছেদক	বীর। ২।
কণ্ডরা	স্নায়ু	বীর। ৫।
কন্দল	সমূহ	উত্তর। ৩।

কুম্ভীনস	সর্প	উত্তর। ২।
খুরলী	নিপুণ, অভ্যাস	বীর। ২।
নলক	দীর্ঘ অস্থি	বীর। ৫।
প্রচলাকিন্	ময়ূর	উত্তর। ২।
প্রতিসূর্য্যক	কৃকলাস	উত্তর। ২।
প্রাগ্ভার	১। শিখর	মাল। ৯।
	২। অগ্রতট	মাল। ৫।
	৩। রাশি	মাল। ৩।
মৌকলি	কাক	উত্তর। ২।
রণরণক*	উদ্বেগ	মাল। ১।
রুণ্ড	কবন্ধ	উত্তর। ৫।
ব্যতিকর	সম্পর্ক	উত্তর। ৫।
সংস্ত্যায়	১। গৃহ	মাল। ১।
	২। বিশ্রম্ভালাপ	বীর। ১।

"ন্যাং শরীরাস্থি কঙ্কালঃ" ইত্যাদি বচনে অমরসিংহ কঙ্কাল শব্দের পুংলিঙ্গতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু বীরচরিতের ৫ম অঙ্কে ভবভূতি ঐ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যে ভবভূতির অতিগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। অমরকোষের শব্দ অপেক্ষা

বৈদিক শব্দ। বৈদিক শব্দ তাঁহার অধিকতর আয়ত্ত ছিল। তিনি অনেক বৈদিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা লৌকিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতে পারেনা। বীরচরিত ও মালতীমাধবের ১ম অঙ্কে ভবভূতি যে সোমপীথিন্* শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন উহা সোমপীথের উত্তর ইন্ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সোমপীথ শব্দ কেবল বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত ছিল, লৌকিক ভাষায় উহার প্রয়োগ নাই এবং লৌকিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ঐ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারেনা। ঋগ্বেদের টীকায় শ্রীমৎসায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন বৈদিক ব্যাকরণের "পাতৃতুদি বচি" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে পা ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া পীথশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১ম অধ্যায়ের ৫১ মণ্ডলের ৭ম সূক্তে "তব ত্যাঃ সোমপীথায় হর্ষতে" ইত্যাদি ঋকে সোমপীথ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* রণরণকো বিয়োগজন্য স্থিতি মালতীমাধব টীকায়াং জগদ্ধরঃ
উৎসুকো রণরণকঃ স্মৃত ইতি হলায়ুধঃ।

* শূত্র। সোমপীথিনঃ উত, উস্রা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।
(বীর। ১।)

বহ। সোমপীথিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি স্ম।
(মাল। ১।)

বীরচরিতের ১ম অঙ্কে সুনৃত * শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এ শব্দটী ও বৈদিক। সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন :—সুতরাং উনয়তি অপ্রিয়ম্ ইতি সুন্ তচ্চেদং ঋতঞ্চেতি সুনৃতম্। যাহা অপ্রিয়কে দূরীভূত করে তাহাই সুন্। সুন্প্রিয় এরূপ যে ঋত সত্য তাহাকে সুনৃত বলে। সুনৃত শব্দের অর্থ প্রিয়সত্য।

ভবভূতি বীরচরিতের ১ম অঙ্কে অরিষ্টতাতি † ও মালতী মাধবের ৯ম অঙ্কে শিবতাতি ‡ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ঐ শব্দদ্বয় কেবল বৈদিক সাহিত্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের ১০ম অধ্যায়ের ১৩৭ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে অরিষ্টতাতি শব্দের ব্যবহার আছে। পাণিনীয় বৈদিক প্রকরণের ৪র্থ অধ্যায়ের ষট্‌চত্বারিংশ সূত্রে লিখিত আছে "শিবশমরিষ্টস্য করে" ৪।৪৬, কর অর্থে শিবশম্ ও অরিষ্ট শব্দের উত্তর তাতি প্রত্যয় হয়। বৈদিক তাতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন অরিষ্টতাতি শব্দের অর্থ শুভকর।

পালি শব্দ। ভবভূতির গ্রন্থে বৈদিকশব্দের এইরূপ বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বৈদিক শব্দ ও বৈদিক ভাব তাঁহার স্মৃতি পথে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। এই হেতু তাঁহার কাব্যে বেদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মারিষ। ভবভূতির কাব্যে পালিভাষার § ও সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। মালতীমাধব ও উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় সূত্রধার অপর নটকে মারিষ শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নাটকে আর্য্যশব্দ কর্ত্তৃক এই মারিষ শব্দের স্থান অধিকৃত হইয়াছে। ভরতসূত্রে লিখিত আছে "কিঞ্চিদূনস্তু মারিষঃ" কিঞ্চিন্নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে মারিষশব্দে সম্বোধন করিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক সংস্কৃত নাটকে এই মারিষশব্দ কোথা হইতে আসিল। পালিগ্রন্থসমূহে দন্ত্য সকার বিশিষ্ট মারিস শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নাট্যসূত্রকার ভরত যে অর্থে মূর্দ্ধণ্য ষকারবিশিষ্ট মারিষশব্দের ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অবিকল ঐ অর্থেই পালিভাষায় দন্ত্য সকার যুক্ত

---

* রাজা। সাধু ভোঃ সাধু! সুনৃতংহি সূত ভাষসে।

† রাজা। তদত্রভবতা নিষ্পন্নাশিষাং কামমরিষ্টতাতিম্ আশাস্মহে সিদ্ধ এব তু রঘূণাং প্রসূতেরুৎকর্ষঃ।

(বীর।১।)

‡ মাধ। মা পূতনাত্বমুপগাঃ শিবতাতিরেধি।

(মাল।৯।)

§ সূত্র। [নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য।] মারিষ! সুবিহিতানি রঙ্গমঙ্গলানি সন্নিপতিতশ্চ ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাপ্রসঙ্গেননানাদিগন্তবাস্তব্যো মহাজনসমাজঃ।

(মাল ১।)

সূত্র। মারিষ সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতো হ্যবচনীয়তা।

(উত্তর।১।)

মারিস পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। অধ্যাপক Frankfurter তাঁহার Hand Book of Pali নামক গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন সম্ভ্রমপূর্ব্বক সম্বোধন করিতে হইলে মারিসপদের প্রয়োগ করিতে হইবে। "আটানাটীয় সুত্তে" যক্ষপতি বৈশ্রবণ উলাড়া নামক যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

নং এসো, মারিস, অমনুস্সেনা লভেথা গামেসু বা নিগমেসু বা সক্কারং বা গরুকারং বা।

নং এসো, মারিস, অমনুস্সেনা লভেথা আলকমন্দায় রাজধানিয়া বৎথুং বা বাসং বা।

নং এসো, মারিস, অমনুস্সেনা লভেথ্য যক্খানম্ সামিতিং গন্তুং।

(আটানাটিয় সুত্ত)

পালিভাষার সকার বিশিষ্ট মারিসশব্দ হইতে সংস্কৃত নাটকের ষকার যুক্ত মারিষশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় অন্যায্য নহে। পালি বর্ণমালায় তালব্য শ ও মূর্দ্ধন্য ষকারের অস্তিত্ব নাই এই জন্য পালিভাষায় দন্ত্য স সংযুক্ত মারিসশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শব্দই আবার সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইবার সময়ে ষত্ববিধির বশবর্ত্তী হইয়া ষকার বিশিষ্ট হইয়াছে। পালি ভাষা দক্ষিণ দিকেই সম্যক্ বিস্তারলাভ করিয়াছিল, কবি ভবভূতিও দাক্ষিণাত্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার কাব্যে পালি ভাষার প্রভাব অবলোকন করিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

পালিভাষার মারিসশব্দ কোন্ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে ইহাই আমাদের সবিশেষ দ্রষ্টব্য। ললিতবিস্তর, জাতকমালা, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের মার্ষশব্দই পালিভাষার মারিস পদে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত মার্ষশব্দের বিশেষত্ব * এই যে উহা কিঞ্চিন্ন্যূন ব্যক্তির প্রতি বহুল পরিমাণে প্রযুজ্যমান হয় বটে কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি ও অত্যন্ত নীচব্যক্তির সম্বোধন কালে সময়ে সময়ে উহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন ললিতবিস্তরের ১৫শ অধ্যায়ে ইন্দ্র দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন ;—

অদ্য মার্ষা বোধিসত্বোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি। (ললিতবিস্তর।১৫।) হে পূজনীয় দেবগণ আজ বোধিসত্ব গৃহত্যাগ করিবেন। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ৩য় বিবর্ত্তে দেবগণ ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন ;—

উদ্গ্রহীতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। ধারয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। বাচয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। পর্য্যবাপ্তব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রবর্ত্তয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞা-

---

* মার্ষশব্দ সম্বোধন ভিন্ন অন্যস্থলেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—চতুঃষষ্ট্যাকারৈর্ম্মার্ষ গুণৈঃ সম্পন্নং কুলং ভবতি যত্র চরমভবিকো বোধিসত্বঃ প্রত্যাজায়তে। (ললিতবিস্তর ৩য় অধ্যায়) যে কুলে বোধিসত্ব চরম জন্ম লাভ করেন এ কুল চতুঃষষ্টি গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পারমিতা। দেশয়িতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। উপদেষ্টব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। উদ্দে-ষ্টব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা। স্বধ্যেতব্যা মার্ষ প্রজ্ঞাপারমিতা।

(প্রজ্ঞাপারমিতা, ৩য় বিবর্ত্ত পৃঃ।)

হে পূজনীয় দেবেন্দ্র পরম জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, ধারণ করিতে হইবে, প্রচার করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে, প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, আদেশ করিতে হইবে, উপদেশ করিতে হইবে, উদ্দেশ করিতে হইবে ও সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণ ললিত বিস্তরের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় বুদ্ধ কোন নাবিককে মার্ষপদে সম্বোধন করিতেছেন ঃ—

অথ খলু ভিক্ষব স্তথাগতো নাবিকসমীপমুপাগমৎ পারসন্তরণায়। স প্রাহ। প্রযচ্ছ গৌতম তরপণ্যম্। ন মেঽস্তি মার্ষ তরপণ্যং ইত্যুক্‌ত্বা তথাগতো বিহায়সা সর্ব্বাতীরাৎ পরংতীর-মগমৎ। (ললিতবিস্তর, পৃঃ ৫২৮)

তদনন্তর তথাগত নদীপার হইবার জন্য নাবিক সমীপে গমন করিলেন। নাবিক বলিল হে গৌতম তরপণ্য প্রদান করুন। হে নাবিক মহাশয় আমার তরপণ্য নাই এই কথা বলিয়া তথাগত আকাশপথে নদীর একতীর হইতে অপরতীরে গমন করিলেন।

জাতকমালা গ্রন্থে বুদ্ধ কন্দর্পকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন ঃ—

বোধিসত্ত্ব। মার্ষ মর্ষয়তু ভবান্। মহাশয় আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

করুণা পুণ্ডরীক গ্রন্থে সপ্ততি সহস্র যক্ষ, বৈশ্রবণ ও অন্যান্য যক্ষগণকে বলিতেছেন ঃ—

সপ্ততির্যক্ষসহস্রাণি কথয়ন্তি বয়ং মার্ষা ভগবতোঽর্থায়াহারং সজ্জীকরিষ্যামো ভিক্ষুসংঘস্য চ।

(করুণাপুণ্ডরীকম্, তৃতীয়ঃ পরিবর্ত্তঃ।)

হে মহাশয়গণ আমরা ভগবান্ বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের নিমিত্ত আহার সংগ্রহ করিব।

আমরা উদ্ধৃতস্থল কয়েকটীতে দেখিতে পাইলাম ইন্দ্র দেবগণকে দেবগণ ইন্দ্রকে, বুদ্ধ কন্দর্প ও নাবিককে এবং যক্ষগণ বৈশ্রবণ ও অন্যান্য যক্ষকে মার্ষপদে সম্বোধন করিয়াছেন। উল্লিখিত বাক্যসমূহ ও অন্যান্য যে সকল স্থানে মার্ষশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ঐ সকল স্থল পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় নাট্য সূত্রকার ভরত ষকার বিশিষ্ট মারিষশব্দের ব্যবহার বিষয়ে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন অথবা পালিগ্রন্থে সকার বিশিষ্ট মারিসপদের যে প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রাচীন বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থসমূহে মার্ষশব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ঐরূপ কোন বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। যে প্রকারে সংস্কৃতভাষার আর্য্যশব্দ পালিভাষায় অরিয় এইরূপ ধারণ করিয়াছে প্রায় ঐ প্রকারেই সংস্কৃত মার্ষশব্দ পালিভাষার সুকোমল মারিসপদে পরিণত হইয়াছে। রেফ্‌যুক্ত ষকারের উচ্চারণ সহজ নহে এই জন্যই পালি-ভাষার ইকারদ্বারা রেফ ও ষকারের পরস্পর ব্যবধান করা হইয়াছে।

আবুত।

ভবভূতি উত্তররাম-চরিতের ১ম অঙ্কে আবুত্তশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উত্তরচরিতের টীকাকারগণের মতে ঐ শব্দের অর্থ ভগিনীপতি। রামচন্দ্র অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

রামঃ। নির্বিঘ্নঃ সোমপীতী আবুত্তো মে ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গঃ।

(উত্তর। ১।)

আমার আবুত্ত ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ নির্বিঘ্নে সোমযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন ত? এই স্থলে আবুত্তশব্দের ভগিনীপতি অর্থ অসঙ্গত নহে এবং সাহিত্যদর্পণকার ও বলিয়াছেন নাটকে যে আবুত্তশব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে উহার অর্থ ভগিনীপতি।

কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে আবুত্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নগরের রক্ষিদ্বয় (Constables) রাজশ্যালককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছে:—

উভৌ। জং আবুত্ত আনবেই কহেহু (অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৬।) আবুত্তের যাহা আজ্ঞা হয় তাহাই বলুন।

পুনরায় যখন শ্যালক মহারাজের সম্মুখে গমন করিতেছেন তখন রক্ষিদ্বয় বলিতেছে :—

উভৌ। পবিসদু আবুত্তে শাসিপশাদস। (অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৬।)

মহারাজকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আবুত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে এইরূপ ছয়টি স্থলে আবুত্তশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল স্থলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অভিজ্ঞান শকুন্তলের কোন কোন টীকাকার লিখিয়াছেন এই সকল স্থলে ও আবুত্ত শব্দের অর্থ ভগিনীপতি। রাজশ্যালককে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত নগরের রক্ষিদ্বয় তাঁহাকে আবুত্ত বা ভগিনীপতি পদে সম্বোধন করিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না কারণ রাজশ্যালকের অনুপস্থিতিতে ও রক্ষিদ্বয়ের একজন অন্যতরকে বলিতেছে :—

প্রথমতঃ। জাণুঅ চিরাঅই কু আবুত্তে। (অভিজ্ঞান শকুন্তল। ৬।) হে জানুক আবুত্তের আগমনে বিলম্ব হইতেছে।

যদি রাজশ্যালকের পরিতোষ উৎপাদনই রক্ষিদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে উহারা কখনই তাঁহাকে আবুত্তনামে অভিহিত করিত না। প্রাচীন কবি কালিদাসের গ্রন্থে এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া আমাদিগের অনুমান হয় আবুত্ত শব্দের মৌলিক অর্থ ভগিনীপতি নহে। সংস্কৃত ভাষায় আবুত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোন বিশিষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। পালিভাষায় যে আবুসো শব্দের প্রয়োগ আছে উহার অর্থ বয়োবৃদ্ধ ও মাননীয়। সঙ্ঘবিভঙ্গ নামক পালিগ্রন্থে সারিপুত্র ভিক্ষুকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন :—

কতমা চ আবুসো দুক্খং অরিয়সচ্চম্।
কতমা চ আবুসো জাতি।
কতমা চ আবুসো জরা।
কতমা চ আবুসো মরণম্।
কতমা চ আবুসো সোকো।

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ দুঃখ এই আর্য্যসত্যের অর্থ কি? জাতি, জরা, মরণ ও শোক কাহাকে বলে?

এই স্থলে মাননীয় অর্থে যে আবুসো পদের ব্যবহার দৃষ্ট হইল উহা আয়স্মা শব্দের সম্বোধন বিভক্তি যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার আয়ুষ্মৎ শব্দই বোধ হয় পালি-ভাষার আয়স্মা শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত আয়ুষ্মৎ শব্দের মৌলিক অর্থ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট, বৃদ্ধ বা প্রাচীন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় বৃদ্ধবাচক আয়ুষ্মৎ শব্দ ও পালিভাষার মাননীয় বাচক আয়স্মা শব্দ পরস্পর বিভিন্ন নহে। এই আয়স্মা শব্দের সম্বোধন বিভক্তিতে আবুসো পদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পালিভাষার আয়স্মা বা আবুসো পদ হইতেই কালিদাস ও ভবভূতির আবুত্ত পদ জন্মলাভ করিয়াছে। আয়ুষ্মৎ, আয়স্মা, আবুসো ও আবুত্ত এই কয়েকটী পদের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই আবুত্ত শব্দের মৌলিক অর্থ বৃদ্ধ বা মাননীয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে রক্ষিদ্বয় রাজশ্যালকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আবুত্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছিল, ভগিনীপতি পদে সম্বোধন করিয়া রাজশ্যালকের অযথা পরিতোষ উৎপাদন তাহাদের অভিপ্রায় ছিলনা। বৃদ্ধ অর্থ বাচক আয়ুষ্মৎ শব্দ হইতে মাননীয় অর্থ বাচক আয়স্মা শব্দের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু মাননীয় ও বন্ধুবাচক আয়স্মা বা আবুসো পদ হইতে ভগিনীপতি বাচক আবুত্ত শব্দের* কিরূপে উৎপত্তি হইল ইহাই চিন্তনীয়। *

দোহদ। উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কে ভবভূতি দোহদ শব্দের † পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অমরকোষে ঐ শব্দ নপুংসক লিঙ্গান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেবের মতে দোহদ শব্দ সংস্কৃত নহে, দৌহৃদ এই সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষায় দোহদ এই আকৃতি ধারণ করিয়াছে। রঘুবংশের ৩য় সর্গে

---

* কয়েক মাস পূর্ব্বে নবদ্বীপনিবাসী মদীয় অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিত-নাথন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হয়। তিনি বলেন শ্যালক ও ভগিনীপতি এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিপর্য্যস্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† অষ্টাবক্রঃ। ইদং ভগবত্যা অরুন্ধত্যা দেবীভিঃ শান্তয়া চ ভূয়োভূয়ঃ সন্দিষ্টম্ যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোঽস্যাঃ সোঽচিরাৎ সম্পাদয়িতব্যঃ।

(উত্তর।১।)

কালিদাস "স্বদক্ষিণা দৌহৃদলক্ষণং দধৌ" এই বাক্যে দৌহৃদ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং উহার টীকাকার মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, স্বহৃদয়েন গর্ভহৃদয়েন চ দ্বিহৃদয়া গুর্ব্বিণী তৎসম্বন্ধিত্বাৎ গর্ভো দৌহৃদমিত্যুচ্যতে" নিজের হৃদয় ও উদরস্থ শিশুর হৃদয় এই দুই হৃদয় বিশিষ্ট বলিয়া গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বলে এবং ঐ দ্বিহৃদয় শব্দের উত্তর যত প্রত্যয় করিয়া দৌহৃদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দৌহৃদ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে দোহদ শব্দের ও অবিকল ঐ অর্থ; অতএব যে সময়ে দোহদ এই প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃত ভাবাপন্ন হইয়া দৌহৃদের স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই সময়ে উহা উহার স্বাভাবিক নপুংসক লিঙ্গ ত্যাগ করে নাই। অমর সিংহের সময়ে দোহদ শব্দ নপুংসক লিঙ্গান্ত ছিল বটে কিন্তু ভবভূতির সময়ে উহা একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃত শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দৌহৃদ এই নপুংসকলিঙ্গান্ত শব্দ হইতে দোহদ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস দূরীভূত হয়। পুংলিঙ্গান্ত শব্দের ন্যায় অবয়ব দেখিয়া ভবভূতি এই দোহদ শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন।

কদন

উত্তর চরিত নাটকের ৫ অঙ্কে "তৎ কিং নিজে পরিজনে কদনং করোষি" ইত্যাদি বাক্যে যুদ্ধ ও হত্যা অর্থে কদন শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অমরকোষে এই কদন শব্দের উল্লেখ নাই। পাণিনীয় ধাতুপাঠে যে কাদি বা কন্দ্ ধাতুর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় উহার উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিলে কন্দন পদ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু কদন পদ নিষ্পন্ন হয় না। কেহ-কেহ বলেন কদ্ ধাতুর উত্তর ণিচ প্রত্যয় করিয়া কাদি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। ঐ কাদি ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া কদন পদ সিদ্ধ করা যায়। ঘটাদিত্ব হেতু কাদির স্বর হ্রস্ব হইয়াছে। অন্যেরা কদ্ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া কদন পদ নিষ্পন্ন করেন। আমাদের বোধ হয় কদন শব্দ স্কন্দন শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পালি বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে স্ক এর সকার এবং ন্দ এর নকার লুপ্ত হয়। অমরসিংহ ও "মৃধমাস্কন্দনং সাংখ্যং সমীক সাম্পরায়িকম্" ইত্যাদি যুদ্ধ বাচক শব্দ সমূহের মধ্যে আস্কন্দন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষের আস্কন্দন বা স্কন্দন শব্দই ভবভূতির কদন শব্দের মূল এইরূপ অনুমান হয়।

উত্তরচরিতের ২য় অঙ্কে "স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝাঁংকৃতৈ নির্ঝরাণাং" এই শ্লোকে ভবভূতি ঝাংকৃতি বা ঝাং শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ঝাংশব্দের

ঝাং।

অর্থ নির্ঝর বা পার্ব্বতীয় বারিপ্রবাহের পতনধ্বনি। এই ধ্বনির সাধারণ নাম ঝাং ঝাং বা ঝাঁ ঝাঁ। এক্ষণে দেখা যাউক এই ঝাংকৃতি শব্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। সংস্কৃত ধ্মা ধাতুর অর্থ শব্দ করা বাদন করা বা বাজান এবং উত্তরচরিতের ৫ম অংকে "জ্যানির্ঘোষমমন্দদুন্দুভি-রবৈরাধ্মাতমুজ্জৃম্ভয়ন্" ইত্যাদি স্থলে ভবভূতি স্বয়ং যে ধ্মা ধাতুর ব্যবহার করিয়াছেন সেই ধ্মা ধাতুই ক্রমপ্রাপ্ত হইয়া ঝাং বা ঝাঁ শব্দে পরিণত হইয়াছিল। পালিভাষার প্রভাবে অথবা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে যে কোন

প্রকারেই হউক না কেন যে সময়ে ধ্যাশব্দ ঝাঁশব্দে ও উপাধ্যায় শব্দ ওঝাশব্দে পরিণত হইয়াছে সেই সময়ে নিশ্চয়ই সংস্কৃতভাষা জরাজীর্ণ ও মারহাট্টা, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া তৈলঙ্গী, প্রভৃতি উপভাষা সমূহের সূত্রপাত হইয়াছে।

মড় মড়।

উত্তরচরিতের ৪র্থ অঙ্কে অস্থির মর্দ্দনধ্বনি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভবভূতি মড়-মড়ায়িত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মড়মড়ায়িত শব্দের মড়্ অংশ মৃদ্ধাতু বা মর্দ্দ্ধাত্ববয়ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পালি-ভাষার প্রভাবে মর্দ্দের রেফ্ বিলুপ্ত হয় এবং সংস্কৃতভাষার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় মর্দ্দের দকার ডকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে মর্ম্মরশব্দ যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইত পরবর্ত্তীকালে উহার কতিপয়স্থল নবগ্রথিত মড়মড় কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। যে মৃধাতু পূর্ব্বে মর্দ্দন অর্থেও প্রযুক্ত হইত এবং "মৃণাতি মর্দ্দয়তি যঃ সঃ মরুৎ," মর্দ্দন করে যে সে মরুৎ এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া যাহা হইতে মরুৎ-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকর্ম্মক মৃধাতু কালক্রমে সামান্যতঃ মরণঅর্থে অকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে মর্দ্দনধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য মৃদ্ধাতু হইতে উৎপন্ন মড়্মড়্শব্দ প্রচার লাভ করিল। অধুনা মর্ম্মর ও মড়মড়্ উভয়শব্দই স্থলবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

গুণগুণায়মান।

উত্তরচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কে ভবভূতি যে গুণগুণায়মান শব্দের * ব্যবহার করিয়াছেন উহার গুণভাগ গুঞ্জনশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে সংস্কৃত গুঞ্জনশব্দ সর্ব্বসংহারক কালের প্রভাবে গুণ এইরূপ শীর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে সেই সময়ে গুণগুণায়মান এই শব্দের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়।

ঝঙ্কার, ঝনঝন ঝঞ্ঝা।

ভবভূতি মালতীমাধব প্রকরণের প্রথম অঙ্কে ঝঙ্কার, ৬ষ্ঠ অঙ্কে ঝন্ঝন্ ও ৯ম অঙ্কে ঝঞ্ঝা † শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল সংস্কৃত শব্দের ঝন্ভাগ ধ্বন্ ধাতুর অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ঝন্ শব্দের দ্বিত্বে ঝন্ঝন্ শব্দ এবং ঝন্ঝন্ শব্দের সংকোচনে ঝঞ্ঝাশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঝন্ঝন্ বিশিষ্ট অর্থাৎ ধ্বনিবিশিষ্ট বায়ুকে ঝঞ্ঝাবাত বলে।

উপরি উদ্ধৃত কয়েকটী শব্দের পরিণাম বিবেচনা করিলে অনুমিত হয়, ভবভূতি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তখন সংস্কৃত ভাষার জরা উপস্থিত হইয়াছিল এবং উহার অস্থি মাংস, হিন্দী, মারহাট্টি, বাঙ্গালা প্রভৃতি উপভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতেছিল। যে সকল

---

* বিদ্যাধরঃ। হস্ত হস্ত সর্ব্বমতিমাত্রং দোষায় যৎ প্রবলবাতাবলিক্ষোভ-গম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘ-মেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্। (উত্তর। ৬।)

† মাধব। উৎফুল্লার্জ্জুনসর্জ্জবাসিতবহৎপৌরস্ত্যঝঞ্ঝানিল-প্রেঙ্খোলস্খলিতেন্দ্রনীলশকলস্নিগ্ধাম্বুদশ্রেণয়ঃ। (মাল। ৯।)

ভাষাবিৎ পণ্ডিত অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহকে আদিম অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এতদ্বারা কিছুই উল্লিখিত হইল না। যে সংস্কৃতভাষায় যথাসম্ভব প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শব্দসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই ভাষার শৈশব বা যৌবন অবস্থায় যে পুনঃ পুনঃ গুঞ্জন অর্থে গুণগুণায়মান পুনঃ পুনঃ অস্থির মর্দ্দন অর্থে মড়মড়, নিশীথ সময়ের বা নির্ঝরের গম্ভীরধ্বনি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ঝাঁ ঝাঁ শব্দ এবং ধ্বনির সহিত প্রবাহিত বায়ু বোঝাইবার জন্য ঝঞ্ঝাশব্দের প্রয়োগ হইত না, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমানকালে যদি কোন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিয়া তাহাতে পত্রের স্খলন অর্থ খস্ খস্ শব্দ অথবা ফর্ফুর্ অর্থে ফুঁশব্দ ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি কখনই প্রাচীন কবি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিবেন না। অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুবাদ মাত্র, অব্যক্ত বা প্রকৃতির অনুকরণে ঐ সকল শব্দের জন্ম হইয়াছে। কোন সংস্কৃত মৌলিক শব্দের অপভ্রংশে উহাদের উৎপত্তি হয় নাই, যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যদি অব্যক্ত দ্যোতকশব্দনিষ্ঠ স্বাভাবিক ধর্ম্মই ঐ শব্দ সমূহের প্রযোজক হইত তাহা হইলে প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারত হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহের আকৃতি একরূপ হইত। বৈদিক যুগের সংস্কৃত ঋষিগণ যে শব্দ দ্বারা ঐ স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃত মনুষ্যগণও অবিকল ঐ শব্দ দ্বারাই উক্ত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি করিতেন। শ্বেতদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপ উভয়ত্রই অব্যক্তদ্যোতক শব্দ তুল্যাকৃতি হইত। কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে অব্যক্ত দ্যোতক শব্দসমূহের আকৃতি ভেদ ঘটিয়া থাকে, অতএব ইহারা কেবল প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ নহে। ভবভূতির ঝাংকৃতি, গুণ্ গুণ্, মড়্ মড়্, ও ঝঞ্ঝা শব্দ তত্তৎশব্দবাচ্য প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন হয় নাই। ভবভূতি আদ্যোপান্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং বৈদিক আদর্শে তাঁহার কাব্যত্রয় বিরচন করিয়াছিলেন যথার্থ; কিন্তু তিনি তাঁহার সমসাময়িক সংস্কৃত ও পালিভাষার প্রকৃত অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে কেবল বেদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ নহে, পালিভাষারও সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে জরাগ্রস্ত হইয়াছিল ইহাও তাঁহার কাব্য হইতেই অনুমিত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।